Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

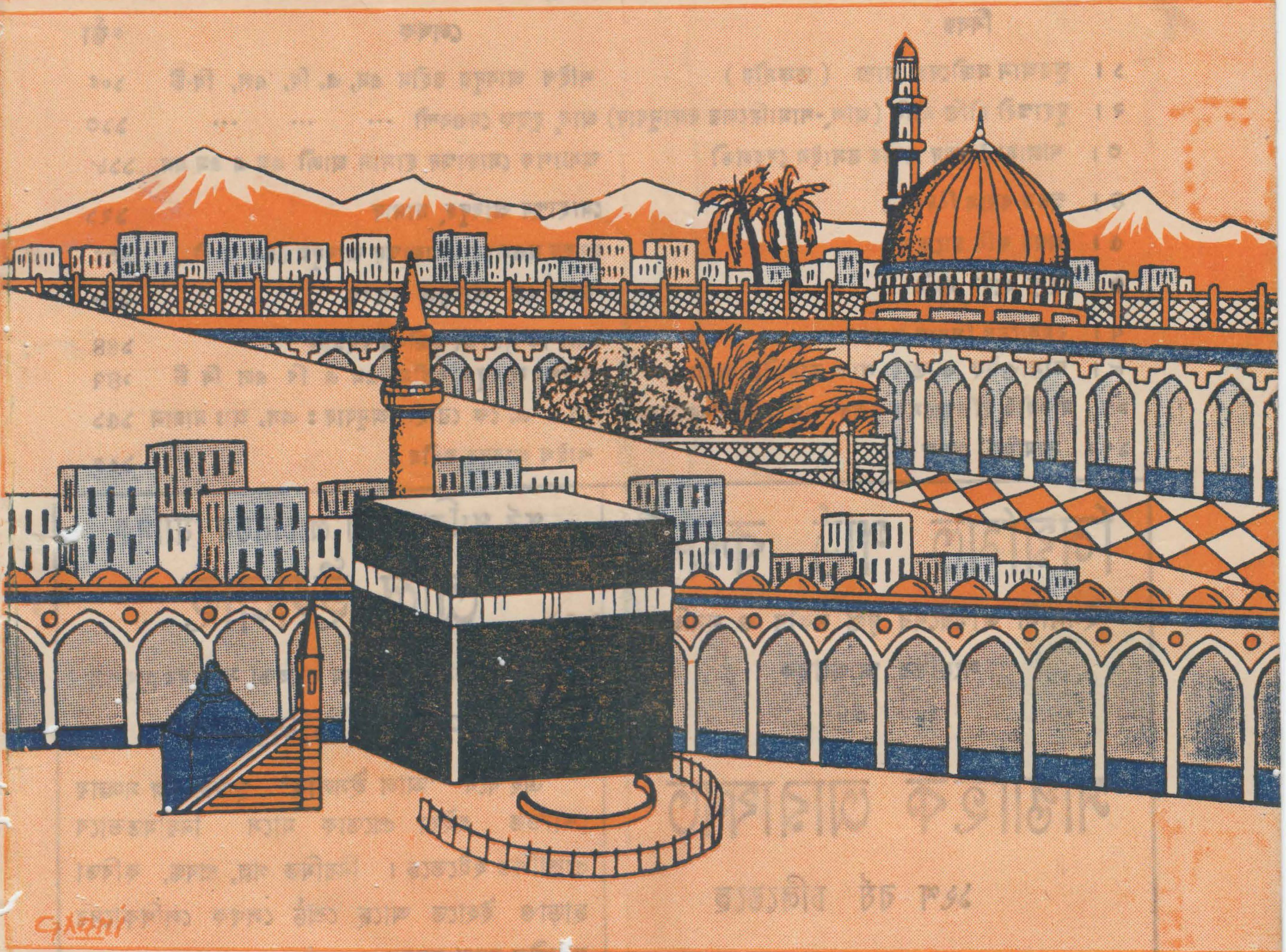

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৭৫ বাং নভেম্বর—১৯৬৮ ইং

রামাযান—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	১০৫
২।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী	১১৩
৩।	আল্লামা সৈয়েদ নবীর হুসাইন দেহলভী	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম এ এম এম	১১৮
৪।	সুন্নত বনাম বিদআত	মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ	১২১
৫।	অমর কবি হাফেজ	মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী	১৩৫
৬।	হিন্দু ধর্মে নারী	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	১৪০
৭।	রমযানের সিয়াম সাধনা	অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবর রহমান	১৪৪
৮।	তাসাওউফ ও তার পাক-ভারতীয় অধ্যায়	শাইখ আবদুর রহীম এম এ বি এল বি টি	১৪৭
৯।	মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব	মূলঃ এ, কে ব্রোহী অনুবাদঃ এস, আঃ মান্নান	১৫১
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ	শাইখ আবদুর রহীম	১৫৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদাঃ ৬'৫০ ষান্মাষিকঃ ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজারঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; রামাযান, ১৩৮৮ হিঃ নভেম্বর, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	তৃতীয় সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

সূরাহ আল্‌-ফালাক ও সূরাহ আন্‌-নাাস এর অবশিষ্ট ব্যাখ্যা

জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব ও সত্ত্বা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল বলিয়া হাদীসে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশ তাফসীরকার 'মু'আওবিযাতান'এর তাফসীর প্রসংগে ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া থাকেন বলিয়া 'মু'আওবিযাতান'এর ব্যাখ্যা শেষ করিয়া সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

সুন্নী ও মু'তাযিলা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিত্তিগত মৌলিক পার্থক্যের কথা ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে। পার্থক্যটি এই যে, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বচনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা যাহাই প্রতিপন্ন হয় তাহাই সুন্নীগণ বাস্তব ও যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন—উহা বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হউক, আর নাই হউক। পক্ষান্তরে, মু'তাযিলীদের আকীদা এই যে, কুরআনে বা হাদীসে স্পষ্টভাষায় বর্ণিত ব্যাপারটি যদি তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত না হয় তাহা হইলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বচনেরও প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং উহার এমন ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে যাহা তাহাদের বুদ্ধি বিবেকের সঙ্গে খাপ খায়। মূলনীতিতে এই মতভেদের ফলশ্রুতি-স্বরূপ মু'তাযিলীগণ বলেন যে, (ক) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে মোটেই জাদু করা হয় নাই। কারণ (খ) জাদুর বাস্তব কোন অস্তিত্বই নাই। উহা একটি কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। পক্ষান্তরে, যেহেতু সাহীহ হাদীস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল কাজেই সুন্নীগণ আকীদা রাখেন যে, জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে সত্য সত্যই জাদু করা হইয়াছিল। তারপর উল্লিখিত ঘটনাটি ছাড়াও জাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে যেহেতু কুরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, কাজেই সুন্নীগন আকীদা রাখেন যে, জাদু একটি বাস্তব ব্যাপার এবং ইহার প্রভাবও বাস্তব সত্য। ইহা কাল্পনিক কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ঘটনাটি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি কথা জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা এবং মু'আওবিযাতান যোগে তাঁহার আরোগ্যলাভ দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। তেমনই জাদুর বাস্তবতাও আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। কাজেই এই তিনটি ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ সাপেক্ষ এবং উহার প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণযোগে প্রমাণিত হইবে। উহার কোন একটির প্রমাণে কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি দেখা দিলে তাহা অপরটিকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর জাদুগ্রস্ত হওয়া প্রমাণিত হইলে তাহা জাদুর বাস্তবতার প্রমাণরূপে অবশ্যই গৃহীত হইবে এবং তদ্বারা জাদুর বাস্তবতা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে। এই জন্য প্রথমে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর জাদুগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হইতেছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার বিবরণ

১। **সাহীহ বুখারী**—সাহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থের প্রামাণিকতা সর্ববাদীসম্মত। এই কারণে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে ঐ গ্রন্থে যে সব হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহাই সর্বপ্রথমে পেশ করা হইবে এবং ইহার পরে অপর হাদীস গ্রন্থ হইতে এ সম্পর্কে হাদীস উধৃত করা হইবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই ঘটনা সম্পর্কে যে বিবরণ দেন তাহা ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে বিভিন্ন সাতটি সূত্র ও শৃঙ্খল যোগে সাতটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেন। হাদীসগুলি নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইতেছে এবং পাক-ভারতীয় ছাপা সাহীহ বুখারীর পৃষ্ঠার বরাত বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইতেছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল (৪৫০, ৪৬২, ৮৫৮, ৮৫৮, ৯৪৫)। বানু যুরায়ক গোত্রের 'লাবীদ ইবনুল আ'সম' নামক এক জন লোক নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করিয়াছিল (৮৫৭)। ফলে, তাঁহার অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি কোন একটি কাজ হয়তো করেন নাই অথচ তাঁহার ধারণা হইত যে, তিনি উহা করিয়াছেন (৪৫০, ৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৯৪৫)। (অথবা) তিনি হয়তো তাঁহার কোন স্ত্রীর নিকট যানই নাই অথচ তাঁহার ধারণা হইত যে, তিনি তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন (৮৫৮, ৮৯৫)। অবশেষে তিনি একদিন আমার নিকটে ছিলেন (৮৫৭, ৮৫৮); সেই দিন তিনি খুব বেশী করিয়া দু'আ করিতে থাকেন (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৯৪৫)। তারপর তিনি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন (৮৫৮)। এবং আমাকে বলিলেন, "তুমি কি জান! আমার শিফা বা রোগমুক্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিসে রহিয়াছে তাহা (৪৬২), এবং আমি আল্লার নিকট যাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা (৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫) আল্লাহ আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫)। (গত রাত্রিতে আমি শুইয়া থাকাকালে) দুইজন লোক আমার নিকট আসিয়া একজন আমার মাথার নিকটে এবং অপর জন আমার পায়ের নিকটে বসিল। তাহাদের এক জন অপর জনকে বলিল, "এই লোকটির রোগ কি?" অপর জন বলিল, "জাদুগ্রস্ত।" "ইহাকে কে জাদু করিয়াছে?" অপর জন বলিল, "লাবীদ ইব্‌নুল্ আ'সম (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫)। সে য়াহুদ জাতির মিত্র বানূ যুরায়ক গোত্রের একজন লোক ছিল এবং সে মুনাফিক ছিল (৮৫৮)। 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, লাবীদ ইব্‌ন আ'সম বানূ যুরায়ক গোত্রের লোক এবং য়াহুদ জাতির মিত্র ছিল (৮৯১)। প্রথম জন বলিল, "কোন্ বস্তুযোগে?" (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৩৫) "চিরুনী, চুল আঁচড়াইবার সময় যে চুল উঠিয়া আসে সেই চুল এবং পুরুষ খেজুর গাছের মুকুলের উপরিস্থিত পাত্রযোগে" (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫); "চিরুনী ও চুল আঁচড়াইবার সময় যে চুল উঠিয়া আসে সেই চুলযোগে" (৮৫৮)। প্রথম জন বলিল "কোথায়?" অপর জন বলিল "পুরুষ খেজুর গাছের মুকুলের উপরিস্থিত পত্রের মধ্যে (৮৫৮), যারওান কূয়ার মধ্যে (৪৬২); যূ-আরওান কুয়ার মধ্যে (৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯১, ৯৩৫); কুয়াটির তলদেশে একপার্শে স্থাপিত প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের নীচে (৮৫৮, ৮৯৫)।"

অনন্তর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি অসাল্লাম সেখানে গেলেন (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫)। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কয়েক জন সাহাবীও গেলেন (৮৫৭, ৮৫৮)। তিনি বলিলেন, "আমাকে এই কুয়াটিই দেখানো হইয়াছিল", (৮৫৮, ৮৯৫)। তারপর তিনি (জাদুর ঐ উপকরণগুলি) বাহির করিতে আদেশ করিলেন এবং উহা বাহির করা হইল (৮৯৫)।

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া হযরত আয়িশাকে বলেন, "ঐ কুয়ার পার্শ্বস্থিত খেজুর গাছগুলি যেন শায়তানদের মাথা (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫), এবং উহার বদ্ধ পানি যেন মেহেদী রংয়ে রঞ্জিত" (৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯১, ৯৪৫)।

হযরত আয়িশা বলেন, আমি বলিলাম, "উহার অর্থাৎ ঐ জাদুকরের নাম অথবা ঐ জাদুর কথা কি আপনি প্রকাশ করিয়াছেন?" (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮ (২) ৮০৫, ৯৪৫) তিনি বলিলেন, "না। আল্লাহ আমাকে শিফা দিলেন। (কাজেই জাদু বা জাদুকরের উল্লেখের আর কোন প্রয়োজন দেখি না।) (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫)। আমি আশঙ্কা করিলাম যে, উহাতে লোকের মধ্যে একটি মন্দ বিষয় প্রচার করা হইবে। (৪৬২, ৮৫৮) আর আমি লোকদের মধ্যে কোন মন্দ বিষয় প্রচার করিতে ঘৃণা করি।" (৮৫৭, ৮৫৮, ৮৯৫, ৯৪৫)।

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর আদেশক্রমে ঐ কুয়াটিকে ভরাট করিয়া ফেলা হয় (৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮)।

২। **সহীহ মুসলিম**—সহীহ মুসলিমের প্রামাণ্য গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে ঐ গ্রন্থের বিস্তারিত হাদীসটি এই:—

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন বানূ যুরায়কের য়াহুদীদের মধ্য হইতে 'লাবীদ ইবনুল আ'সম' নামক একজন য়াহুদী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করিয়াছিল। তাহাতে শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি কোন একটি কাজ করেন নাই অথচ তাঁহার ধারণা হইত যে, তিনি যেন ঐ কাজটি করিয়াছেন। তখন তিনি এক দিন দু'আ করিতে থাকেন। তারপর আবার দু'আ করিতে থাকেন। তারপর আবার দু'আ করিতে থাকেন। তারপর বলেন, "হে আয়িশা তুমি কি জান! আমি আল্লার নিকটে যে ব্যাপার সম্পর্কে জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা তিনি আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। আমার নিকট দুই জন লোক আসিয়া তাহাদের একজন আমার মাথার কাছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও অপর জন আমার পায়ের কাছে বসিল। তারপর আমার মাথার কাছের লোকটি আমার পায়ের কাছের লোকটিকে এবং পায়ের কাছের লোকটা আমার মাথার কাছের লোকটিকে এই ভাবে কথা বলিতে থাকিল। "লোকটির পীড়া কি?" অপর জন বলিল "যাদুগ্রস্ত।" প্রথম জন বলিল, "তাহাকে কে যাদু করিয়াছে?" অপর জন বলিল, "লাবীদ ইবনুল্ আ'সম" প্রথম জন বলিল, "কোন্ বস্তুযোগে?" অপর জন বলিল, "চিরুনী, চিরুনী দিয়া আঁচড়াইবার সময় যে চুল উঠিয়া আসে সেই চুল ও পুরুষ খেজুর গাছের মঞ্জরীর উপরিস্থিত পত্রযোগে।" প্রথম জন বলিল, "উহা কোথায়?" অপর জন বলিল, "য্ আর্ওয়ান কুয়ার মধ্যে।"

হযরত আয়িশা বলেন, অনন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদের মধ্য হইতে কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া ঐ কুয়ার নিকট গেলেন। তাহার পরে তিনি (ফিরিয়া আসিয়া) বলেন, "হে আয়িশা, আল্লার কসম, উহার বদ্ধ পানি যেন মেহেদী রংয়ে রঞ্জিত এবং উহার পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছগুলি যেন শায়তানদের মাথা। আয়িশা বলেন, আমি বলিলাম, "আপনি যাদুর ঐ উপকরণ জ্বালাইয়া ফেলিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন, "না। (আমি উহা জ্বালাইয়া উহাকে গুরুত্ব দিতে চাহি নাই।) কারণ আমি কোন মন্দ ব্যাপারকে লোকের মধ্যে প্রচার করিতে ঘৃণা করি। তবে আমি ঐ কুয়াটি ভরাট করিয়া দিতে আদেশ করিলাম এবং তদনুযায়ী উহা ভরাট করা হইল।—সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠা।

সুনান নাসা'ঈ—যায়দ ইবন আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন; এক জন য়াহূদী নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করিয়াছিল। তাহাতে তিনি কয়েক দিন অসুস্থ থাকেন। অনন্তর জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, য়াহূদীদের মধ্য হইতে এক জন লোক আপনাকে জাদু করিয়াছে। সে আপনাকে জাদু করার জন্য কয়েকটি গিঁঠ দিয়া অমুক স্থানে অমুক কুয়ার মধ্যে রাখিয়াছে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সেখানে লোক পাঠান। তাহারা উহা বাহির করিয়া লইয়া আসে। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এমন ভাবে সুস্থ হইয়া উঠেন যেন তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। পরে তিনি ঐ য়াহূদীর সামনে ইহা উল্লেখও করেন নাই এবং তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকানও নাই।—সুনান নাসা'ঈ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

এই হাদীসগুলির সবগুলিই সহীহ। ইহার কোনটিরই বিপক্ষে কোন মুহাদ্দিস কোন ত্রুটি ধরেন নাই। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল ইহা হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে জাদু বাস্তব সত্য—ইহা কাল্পনিক কোন কিছু নয়।

জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব—'জাদু করা'কে হাদীসে ধ্বংসকারী বা কাবীরা গুনাহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জাদুর যদি বাস্তব কোন অস্তিত্বই না থাকে তবে ইহাকে কাবীরা গুনাহ বলা হইল কি করিয়া? এ সম্পর্কে হাদীস নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

১। **সাহীহ বুখারী**—আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারিনী আচরণ ও খাসলাত হইতে দূরে থাক।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রাসূল, সেইগুলি কি কি?" তিনি বলেন, আল্লার সহিত শিরক করা, জাদু করা, যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করিয়াছেন তাহা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, য়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করা এবং মুমিনা সতী সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।—সাহীহ বুখারী ৩৮৮ ও ১০১৩ পৃষ্ঠা।

২। **সাহীহ মুসলিম**—সাহীহ মুসলিমেও এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। সেখানে 'সাহাবীগণ বলেন,' স্থলে 'বলা হইল' রহিয়াছে। এবং 'য়াতীমের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাল খাওয়া এর পরে 'সূদ খাওয়া' উল্লেখ করা হইয়াছে।—সাহীহ মুসলিম ১ / ৬৪।

এই হাদীসটি সর্ববাদীসম্মত সাহীহ। ইহাতে কোন মুহাদ্দিস কোন দোষ ত্রুটির কথা বলেন নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, **জাদু কোন কাল্পনিক বস্তু নয়; এবং ইহার বাস্তব অস্তিত্ব অবধারিত।**

৩। **ইমাম বুখারী কর্তৃক উল্লিখিত কুরআনী প্রমাণাদি**—ইমাম বুখারী 'জাদু' অধ্যায়ে উহার বাস্তবতার সমর্থনে এই **আয়াতগুলি** উল্লেখ করেন। (১ "কিন্তু শায়তানেরাই লোককে **জাদু শিক্ষা দিয়া কাফির হইয়াছিল"** (সূরা আল-বাকারাহ : ১০২)। (২) 'অমা উন্‌যিলা 'আলাল মালাকায়নি বিবাবিল হ্যারূতা অ মারূতা' হইতে মিন্ খালাক' পর্যন্ত। এই আয়াত অংশে যে খণ্ডটি ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য তাহা হইতেছে এই "অনন্তর তাঁহাদের দুই জনের নিকট হইতে **লোকে এমন কিছু (যাদু) শিক্ষা করিত** যাহার সাহায্যে তাহারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দেয়।" (আল্ বাকারাহ: ১২) (৩) এই প্রকার **যাদুকর** যেখানেই যায় কৃতকার্য হয় না" (তাহা: ৬৯)। (৪) "তবে কি তোমরা **যাদুর** নিকট আসিতেছ?" (আল্-আমবিয়া : ৩)। (৫) **জাদুকরদের জাদুর ফলে** তাহার (মূসা আঃ-এর) ধারণা হইতে লাগিল যে, ঐগুলি দৌড়াইতেছে।' (তা·হা : ৬৬) (৬) "আর **গিঁঠ সমূহে ফুৎকার দাত্রিনীদের** অনিষ্ট হইতে।" (সূরা আল্-ফালাক : ৪) **'ফুৎকার দাত্রিণীগণ' এর অর্থ জাদুকারীগণ।**—সাহীহ বুখারী ৮৫৭ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত আয়াতগুলি সমষ্টিগত ভাবে নিঃসন্দেহে যাদুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

এখন সুন্নী বিরোধীদের এবং মু'তাযিলীদের যুক্তি-প্রমাণ ও সুন্নীদের পক্ষ হইতে উহার জওয়াব দেওয়া হইতেছে।

জাদুর বাস্তবতা অস্বীকারকারী মু'তাযিলীগণ এবং তাঁহাদের মন্ত্রশিষ্যেরা বলেন যে, জাদুর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। উহা একটি কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। ইহা তাঁহাদের নিছক দাবী মাত্র। তাঁহাদের এই দাবীর প্রমাণে তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ (Rational) অথবা ইসলামী শাস্ত্র-সিদ্ধ (Scriptural) কোন রকমেরই কোন যুক্তি বা দালীল পেশ করেন নাই। বস্তুতঃ এই রকমের কোন যুক্তি বা দালীলের কোন অস্তিত্বই নাই। তাই তাঁহারা তাঁহাদের এই ভিত্তিহীন দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন তাহা এই যে, উপরে উল্লিখিত কুরআনের যে আয়াতগুলি যোগে ইমাম বুখারী জাদুর বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন সেই আয়াত গুলির তাহরীফ ও অপব্যাখ্যা করিয়া জাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে ধুম্রজাল রচনা করা। তাহা ছাড়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র মৌলিক কোন যুক্তি প্রমাণই নাই।

এখন তাঁহাদের ঐ অপব্যাখ্যার নমুনা পেশ করা হইতেছে। ঐ সম্প্রদায়ের এক জন **সুধীহ** **'আল-ফালাক'** এর তাফসীর করিতে গিয়া 'আন্-নাফফাসাত ফিল্-উকাদ' এর অনুবাদ মোটামুটি ঠিকই করিয়াছেন—'গ্রন্থিগুলিতে ফুংকারকারীদিগের'। 'মোটামুটি ঠিক' বলিবার কারণ এই যে, ঠিক অনুবাদ হইতেছে 'কারিণীদিগের'—'কারীদিগের' নহে। এই খানেই তিনি অপব্যাখ্যা শুরু করেন। তাঁহার এই অপব্যাখ্যার সমর্থনে ইহার টীকায় 'আবদুহু' এর বরাত দিয়া কিছু বলিবার প্রয়াস পান। তাঁহার বক্তব্যের সার মর্ম এই যে, গুণের আতিশয্যব্যঞ্জক বিশেষণ বা اسم المبالغة পরিমাপে 'আল্লামাহ (علامة) শব্দটি যেমন পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হয় সেইরূপ এই 'নাফ্‌ফাসাত' এর এক বচন নাফ্‌ফাসাহ (نفاثة) পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য। তাঁহার এই উক্তি ঠিক নয়। আরবী ব্যাকরণ সম্বন্ধে যাঁহারই প্রাথমিক জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে, 'ইসমুল্-মুবালাগাহ' এর একটি পরিমাপ যেমন ফা''আলাহ (فعالة) তেমনই আর একটি পরিমাপ হইতেছে ফা''আল (فعال) এবং এই 'ফা''আল' এর স্ত্রীলিংগও ঐ ফা''আলাহ (فعالة) হয়। 'আল্লামা' এর অর্থ যেমন অত্যন্ত জ্ঞানী সেইরূপ 'আল্লাম' এর অর্থও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অত্যন্ত জ্ঞানী। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া ইহা স্পষ্ট করা হইতেছে। 'হাম্মাল' শব্দের অর্থ অত্যন্ত বহণকারী পুরুষ বা মুটিয়া; উহার স্ত্রীলিংগ হইতেছে হাম্মালাহ বা অত্যন্ত বহন কারিণী স্ত্রীলোক। অনুরূপভাবে আককাল (পেটুক পুরুষ), হাল্লাফ (অত্যন্ত কসমকারী পুরুষ), বায্যায (কাপড়-ব্যবসায়ী পুরুষ) ইত্যাদির স্ত্রীলিংগে যথাক্রমে আককালাহ, হাল্লাফাহ, বায্যাযাহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে বিচার্য এই যে, 'নাফ্ফাসাত' (نفاثات) এর এক বচন যে 'নাফ্ফাসাহ' (نفاثة) তাহা সর্ববাদীসম্মত; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই 'নাফ্ফাসাহ' শব্দটিই কি মূলতঃ ইস্মুল-মুবালাগাহ অথবা মূল ইস্মুল্-মুবালাগাহ শব্দটি হইতেছে নাফ্ফাস (نفاث) এবং তাহারই স্ত্রীলিংগ হইতেছে এই নাফ্ফাসাহ—যাহার বহুবচন এই সূরা 'আল্-ফালাক' এ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের দাবী এই যে, এই 'নাফ্ফাসাত' যে 'নাফ্-ফাসাহ' এর বহু বচন তাহা হইতেছে নাফ্ফাস এর স্ত্রী-লিংগ; ইহা মূল ইস্মুল মুবালাগাহ এর পদ নয়। আমাদের প্রমাণ এই যে, 'স্ত্রীলিংগবাচক ইস্ম' এবং যে 'ইসম' এর শেষে স্ত্রীলিংগবাচক চিহ্ন থাকে তাহারই জামা' মুআন্নাস সালিম হইয়া থাকে। কাজেই 'নাফ্-ফাসাহ' শব্দটিকে যদি মূল ইস্মুল্-মুবালাগাহ ধরা হয় তাহা হইলে উহার শেষের ة অক্ষরটি মুবালাগার জন্য হওয়ায় এবং উহা 'তানীস' জন্য না হওয়ায় উহার বহুবচন 'নাফ্ফাসাত' হইতে পারে না। কাজেই এই নাফ্ফাসাহ অবশ্যই 'নাফ্ফাস' এর স্ত্রী লিংগ মানিতেই হইবে।

অপব্যাখ্যার শেষ এখানেই হয় নাই। বরং তাঁহা-দের ঐ কাল্পনিক দাবীটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উহার টীকাতে উল্লিখিত তাফসীরকার মহোদয় নিজের তরফ হইতে উহারসহিত 'ভান করা' কথাটি যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই সংগে উকাদ শব্দের অনুবাদ 'গ্রন্থি-গুলি' করার পরে টীকাতে উহার তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া এমন এক আজব কারচুপি করিয়াছেন যাহা তাঁহাদের মত উর্বর মস্তিষ্কই কল্পনা করিতে পারে। ফলে 'নাফ্ফাসাত ফিল্-'উকাদ' এর তাৎপর্য বয়ান করিতে গিয়া 'তন্ত্রমন্ত্র জাদু টোনা' এর সহিত 'ভান' যোগ করার সংগে সংগে তাহার সহিত 'চোগলখুরী' ও 'মিথ্যা রটনা'-কেও আনিয়া হাযির করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্যে তিনি বলেন—আন্নাফ্ফাসাত হইতেছে উহারা, যাহারা তন্ত্রমন্ত্র ব জাদুটোনার ভান করিয়া অথবা চোগলখুরী অথবা মিথ্যা রটনা দ্বারা বিবাহ বন্ধন ইত্যাদিকে শিথিল করিতে চায়। কি অপরূপ অপব্যাখ্যা!

তারপর জাদুর বাস্তবতা অস্বীকারকারী দল সূরাহ 'তা হা' এর ৬৯ নং আয়াতটিতে অস্ত্রোপচার চালাইয়া তাঁহাদের ভিত্তিহীন দাবীর ভিত্তি রচনা করিতে প্রয়াস পান। তাঁহাদের আদি গুরু ইমাম যামাখ্শারী এই আয়াতটির অপব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে ভেল্কিবাজি ও জাদুর খেল দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার সুচতুর মন্ত্রশিষ্যেরা 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' প্রবাদটির সত্যতা যে ভাবে প্রমাণ করিয়া গুরুর মতটিকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছেন তাহাতে ধাঁধাঁ লাগিবারই কথা। তাঁহারা এই আয়াতটির যেভাবে অপ-ব্যাখ্যা করিয়া সত্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমরা আল্লার তওফীক প্রার্থনা করিয়া আমাদের বক্তব্য পাঠকদের খিদমতে পেশ করি-তেছি। প্রথমে ইমাম যামাখ্শারীর কারচুপি প্রকাশ করিয়া পরে তাঁহার অনুসারীদের বাক্চাতুর্যের কথা বলিব। আয়াতটি হইতেছে :

إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى •

অনুবাদ করিবার পূর্বে, এই আয়াতটির প্রতি আরবী ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রীয় যে নিয়ম কানুনগুলি প্রযোজ্য তাহা বলিতেছি।

আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি নিয়ম প্রথম অংশটির প্রতি প্রযোজ্য। তাহা এই, 'সাহির' (জাদুকর) শব্দটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথানে একবচন নাকিরাহ (نـكـرة); আর একবচন নাকিরাহ দ্বারা ঐ অর্থের **সংখ্যায় মাত্র একজনকে** বুঝায় অথবা ঐ অর্থের **মাত্র এক প্রকারকে** বুঝায়। যথা, رجل একজন পুরুষ লোক। عالم একজন জ্ঞানী লোক ইত্যাদি। এই আয়াতে দেখা যাইতেছে যে, সেখানে একজন মাত্র জাদুকর ছিল না; বরং বহু জাদুকর ছিল। কাজেই এখানে ইহার তাৎপর্য হইবে এক প্রকার জাদুকর। আরবী অলংকার শাস্ত্রে যাঁহার প্রাথমিক জ্ঞান আছে তিনিও এই নিয়মটি জানেন। কাজেই প্রথম অংশটির অনুবাদ হইবে, "ইহা নিশ্চিত যে, উহারা যাহা কিছু করিয়াছে তাহা এক প্রকার জাদুগরের ফন্দী।"

আরবী অলংকার শাস্ত্রের আর একটি নিয়ম দ্বিতীয় অংশটির প্রতি প্রযোজ্য। তাহা এই,

একই শব্দ যদি একই প্রসংগে দুইবার ব্যবহৃত হয় এবং প্রথমে নাকিরাহ রূপে ও পরে মা'রিফাহ (معرفـة) রূপে আনা হয় তাহা হইলে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটিকেই বুঝানো হইবে। যথা,

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ الرَّجُلُ

এই বাক্যে 'রাজুল' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে— প্রথমে নাকিরাহ রূপে ও পরে মা'রিফাহ রূপে। কাজেই উভয় 'রাজুল' দ্বারা একই জনকে বুঝানো হইবে। অনুবাদ হইবে, "একজন পুরুষ লোক আসিল। অনন্তর ঐ পুরুষ লোকটি বলিল"। এই নিয়মের কারণে আয়াতের দ্বিতীয় অংশটির অনুবাদ হইবে,

"আর এই প্রকারের জাদুকর যে ভাবে আসে সফলকাম হয় না।"

আল-আরবী অলংকার-শাস্ত্রবিদ এবং আরবী অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুকর ইমাম যামাখশারী ভালভাবেই উপলব্ধি করেন যে, প্রথম অংশটির উল্লিখিত সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট বাক্যবিন্যাস ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাঁহার মতবাদ পণ্ড হইয়া যায়, তাই তিনি প্রথমেই উহার শিকড় কাটিতে উদ্যত হন। তিনি 'কায়দু সাহির' কে সমূলে উৎপাটিত করিয়া উহার স্থলে 'কায়দুন্ সিহরীউন' রোপন করেন। তিনি আরবী সাহিত্য হইতে বচন উধৃত করিয়া দেখান যে, 'কায়দু সাহির' এবং 'কায়দুন্ সিহরীউন' উভয়ই সমার্থবোধক। এই ভাবে তিনি 'সাহির' ও 'আস্ সাহির' এর নিয়মটি বেমালুম হযম করিয়া ফেলেন। তিনি প্রথম অংশটির যে বিশ্লেষণ দেন তাহাতে উহার অর্থ 'এক প্রকার জাদুকরের ফন্দী'তে পরিণত হয়। আল্লার কালামের জাদুকে বান্দ করিতে গিয়া ইমাম যামাখশারী তাঁহার আলংকারিক জাদু প্রয়োগ করেন। আল্লার তাওফীকে আমাদের যুক্তি প্রমাণ ইমাম যামাখশারীর ঐ জাদুকে গিলিয়া ফেলিল। পূর্বের আয়াতের সহিত আয়াতটি যোগ করিয়া পরিস্কার ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ :-

আল্লাহ তা'আলা ঐ সময়ে মূসা আলায়হিস সালামকে বলেন, তুমি এই জাদুকরদের এই জাদুর রহস্য জাননা বলিয়া ভয় পাইতেছ। ভীত হইও না; নিশ্চয় তুমি এবং তুমিই সর্বোচ্চ থাকিবে। তোমার ডান হাতে যে লাঠিটি আছে তাহা ছুঁড়িয়া ফেল, উহা ঐ জাদুকরদের রচিত সব কিছু গিলিয়া ফেলিবে। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে উহা এক প্রকার জাদুকরের ফন্দীবিশেষ; আর এই ধরণের জাদুকর যেভাবেই আসে তাহারা আমার সামনে সফলকাম হয় না।

এখন ইমাম যামাখশারীর অনুসারীদের ভেল্কিবাজীর কথা বলিব।

ইমাম যামাখশারীর এই মতের একজন আধুনিক বিজ্ঞ সমর্থকের অভিমত এখন আলোচনা করিব। এই অংশ দুইটির অনুবাদ তিনি এই ভাবে করেন, 'নিশ্চয় জানিও জাদুকরের ভেল্কিবাজী বই আর কিছুই তাহারা করিতে পারে নাই; আর অবস্থা এই যে, জাদুকরেরা কোনও ক্ষেত্রেই সফল হইতে পারে না—যেখানেই যাউক না কেন তাহারা'।

এই অনুবাদে বেশ কয়েকটি কথা প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। (১) 'জানিও' শব্দটি অতিরিক্ত আনা হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২) 'ভেল্‌কিবাজী'—'কায়দ' এর অর্থ 'ফন্দী', 'প্রতারণা'। 'কায়দ' এর অর্থ 'ভেল্‌কিবাজী' মোটেই নয়। ইহা অনুবাদকের ভেলকিবাজী। (৩) 'আর কিছুই তাহারা করিতে পারে নাই'—এই বাক্যটি মোটেই অনুবাদ হয় নাই। প্রথমতঃ 'পারে' এর কোন প্রতিশব্দ আয়াতে নাই। দ্বিতীয়তঃ 'আর কিছুই' যোগ করার কোন কারণ বাক্যটিতে নাই। সম্ভবতঃ 'ইন্না' ও 'মা' কুর্‌আনে ভিন্ন ভিন্ন লিখিত না হওয়ায় বিজ্ঞ অনুবাদক ইহাকে 'ইন্নামা' এক শব্দ দেখিয়া এই ভ্রমে পড়েন। বস্তুতঃ এখানে মা সানা'উ' হইতেছে ইন্নার ইসম ও 'কায়দু সাহির' হইতেছে ইন্নার খাবর। একেবারে 'ইন্নাল্লাহা রাহীমুন্' এর পরিমাপে। এই অংশটির অনুবাদ হইবে, "নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা হইতেছে এক প্রকার জাদুকরের ফন্দী"। কাজেই দেখা যায় তাঁহার এই অনুবাদটি প্রতারণামূলক। (৪) অবস্থা এই যে—ইহা অতিরিক্ত বসানো হইয়াছে; আয়াতে ইহার কোন প্রতিশব্দ নাই। (৫) 'জাদুকরেরা'—আয়াতে এক বচন আছে, কাজেই একবচন 'জাদুকর' বলাই উচিত ছিল। (৬) 'কোনও ক্ষেত্রেই'—ইহা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে; ইহার কোন প্রতিশব্দ আয়াতে নাই। (৭) 'সফল হইতে পারে না'—এখানে 'পারে' শব্দটি অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। 'সফল হয়না' বলিলে ঠিক হইত। অংশ দুইটির সঠিক অনুবাদ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞ পাঠক, ইমাম যামাখশারীর ঐ মু'তাযিলী মতবাদ সমর্থনকারী আল্লাহর কালামের কিভাবে অপব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমরা আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

ইহা তো হইল তাঁহার অনুবাদ। এখন তাঁহার অপব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করিব।

এই আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইমাম রাযী পর্যন্ত এই আয়াতের তাফসীরে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইহা দ্বারা জাদু সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়াছে। তারপর তিনি আরও বলেন যে, ইমাম রাযী উক্ত কথা বলিবার পরে বলেন যে, তিনি (ইমাম রাযী) উহার যথাযথ জওয়াব সূরাহ বাকারার তাফসীরে দিয়াছেন। অতঃপর ইমাম যামাখশারীর এই মন্ত্রশিষ্য ইমাম রাযীর ঐ উক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, তিনি (ঐ মন্ত্রশিষ্য) ইমাম রাযীর দেওয়া সূরা বাকারার তাফসীর বিশেষ 'আগ্রহ' সহকারে পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি ঐ তাফসীরে দেখেন, ইমাম রাযী মু'তাযিলীদের পক্ষ হইতে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া 'জটিলতর নৈয়ায়িক' ভাষায় উহার জওয়াব দিয়াছেন এবং জাদুর স্বরূপ বর্ণনা প্রসংগে তন্ত্রমন্ত্র ছাড়া উইল পাওয়ার বা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব (দর্শকের অজানা) দ্রব্যগুণ নযরবন্দী প্রভৃতি আরো বহু কিছুকে জাদুর শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে সূরা 'তা-হা'এর এই আয়াতটির কোনই উত্তর দেন নাই।

তাঁহার ঐ উক্তির জওয়াবে আমরা বলিব যে, ইমাম রাযীর ঐ জাদুর শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই ঐ জওয়াব নিহিত রহিয়াছে। যামাখশারীর মন্ত্রশিষ্যের উহা দেখিতে না পাওয়ার কারণ এই যে, তিনি রঙীন চশমা যোগে উহা পাঠ করেন। বস্তুতঃ ইমাম রাযী জাদুর শ্রেণীবিভাগযোগে ইহাই জানাইতে চাহিয়াছেন যে, সুন্নীগণ যে জাদুর বাস্তবতায় বিশ্বাস করেন সেই জাতীয় জাদুর সাহায্য ফির্‌'আউনের জাদুকরগণ গ্রহণ করে নাই। কারণ সুন্নীরা যে জাদুর বাস্তবতায় বিশ্বাস করেন তাহা হইতেছে তন্ত্রমন্ত্র জাতীয়; আর ফির্‌'আউনের জাদুকরেরা যাহার আশ্রয় লইয়াছিল তাহা মোটেই তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় ছিল না। তবে উহা কি ছিল? তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি জাদুর ঐ শ্রেণী বিভাগযোগে জানাইয়া দেন যে, ফির্‌আউনের জাদুকরেরা যাহা করিয়াছিল তাহা ছিল কুরআনের বর্ণনা অনুসারে সম্মোহন জাতীয় নযরবন্দী অথবা তাফ্‌সীরকারদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্রব্যগুণ জাতীয় ভেল্‌কিবাজী বা ম্যাজিকবিশেষ। কাজেই সূরাহ 'তা-হা'এর যে আয়াতটি দ্বারা যামাখশারী পন্থীরা তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুর অবাস্তবতা দাবী করেন তাহা দ্বারা ঐ দাবী প্রমাণিত হয় না। কুরআন মজীদ হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ

(১২৭ এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

[পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৯—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নুল্ মুসান্না, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ দাউদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান শু'বাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন সিমাক ইব্ন হার্ব হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশ দাড়ির শুভ্রতা সম্পর্কে জাবির ইব্নু সামুরাহকে জিজ্ঞাসিত হইতে শুনি। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন মাথায় তেল লাগাইতেন তখন তাঁহার মাথায় কোন সাদা চুল দেখা যাইত না। কিন্তু তিনি যখন তেল না লাগাইতেন তখন কিছু কিছু সাদা চুল দেখা যাইত।

(৩৯—٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَا أَبُوْدَاوُدَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُسْأَلُ عَنْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ فَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ •

(৪০—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু 'আমর ইব্নুল্ অলীদ আল্-কিন্দী আল্-কুফী, তিনি বলেন, আমাদিগকে

(٤٠—٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ أَنَا يَحْيَى بْنُ

(৩৯—৩) চুল পাকিবার সাধারণ ধারা এই যে, উহা যখন পাকিতে আরম্ভ করে তখন প্রথমে উহা কটাবর্ণ ধারণ করে এবং তারপর ধীরে ধীরে সাদা হইতে থাকে। উহা সরাসরি একেবারে সাদা হয় না। তারপর, যে কোন একটি চুল পাকিতে আরম্ভ করিলে উহা যে পর্যন্ত একেবারে ধবধবে সাদা না হয় সে পর্যন্ত উহাতে তেল লাগাইলে তেলের উজ্জ্বলতায় উহার কটা রং বা ঈষৎ শুভ্রতা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে উহা কালো দেখায়। জাবির ইব্ন সামুরাহ রাঃ এর উক্তির তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কতেক চুল কেবলমাত্র সাদা হইবার পথে ছিল। কোন চুলই একেবারে সাদা ধবধবে হয় নাই।

(৪০—৪) এই হাদীসটি সুনান ইব্ন মাজাহ গ্রন্থের ২৬৭ পৃষ্ঠায় এই সানাদযোগেই বর্ণিত হইয়াছে।

الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ আল্-কিন্দী আল্-কুফী। এই রাবী আল্-কিন্দাহ গোত্রসম্ভূত ছিলেন না। কাজেই তাঁহার এই 'আল্ কিন্দী' পরিচয় গোত্রগত নহে। বরং তিনি কুফা শহরের অন্তর্গত 'আল্ কিন্দাহ' মহল্লার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তিনি আল্ কিন্দী আল্-কুফী নামে পরিচিত হন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ادم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال انما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء •

(٤١—٥) حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء انا معاوية بن هشام عن شيبان عن ابى اسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال ابو بكر يا رسول الله قد شبت - قال شيبتنى هود والواقعة والمرسلت وعم يتساءلون واذا الشمس كورت •

হাদীস জানান য়াহয়া ইবনু আদাম, তিনি রিওয়ায়াত করেন শারীক (ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবূ শারীক নাখা'ঈ) হইতে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবন উমার হইতে, তিনি নাফি' হইতে, তিনি ইবনু উমার হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশ দাড়ির শুভ্রতা বলিতে প্রায় কুড়িটি মাত্র সাদা চুল ছিল।

(৪১—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল-'আলা' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মু'আবিয়াহ ইবনু হিশাম, তিনি রিওয়ায়াত করেন শায়বান হইতে, তিনি আবূ ইসহাক (আস্-সাবী'ঈ) হইতে, তিনি ইক্‌রামাহ হইতে, তিনি ইবনু আব্বাস হইতে, তিনি বলেন আবুবাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলেন, "আল্লার রাসূল আপনার চুল যে সাদা হইয়া চলিল!" তিনি বলিলেন, "আমার চুল সাদা করিয়া চলিল হূদ, আল্-ওাকি'আহ্, আল্-মুর্সালাত, 'আম্মা য়াতাসা-আলূন ও ইযাশ্-শামসু কুব্বিরাত সূরাগুলি।

(৪১—৫) قد شبت আপনার চুল যে সাদা হইয়া চলিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলায়হি অসাল্লাম এর শারীরিক গঠন, তাঁহার দেহভ্যন্তরস্থ যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও উহার প্রক্রিয়া এবং তাঁহার শারীরিক ও মানসিক স্বভাব-প্রকৃতি সবই ছিল সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। কাজেই তাঁহার ঐ বয়সে তাঁহার চুল সাদা হওয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ছিল। এই কারণে হযরত আবুবাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্হু বিস্ময়ের সহিত এই উক্তি করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুলের ঐ অস্বভাবিকভাবে সাদা হওয়ার কারণ অবহিত হওয়াই ছিল হযরত আবু বাকরের এই উক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম জওয়াবে বলেন—

شيبتني هود...... আমার চুল সাদা করিয়া চলিল হূদ ......। অর্থাৎ আমার চুল সাদা হইতে আরম্ভ করার কারণ হইতেছে এই সূরাগুলি। এই সূরাগুলি কেন এবং কিভাবে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল সাদা হওয়ার কারণ

www.ahlehadeethbd.org

(৪২—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়্যান ইব্‌নু অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইব্‌নু বিশ্‌র, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আলী ইব্‌নু সালিহ হইতে তিনি আবু ইস্‌হাক (সাবী'ঈ) হইতে, তিনি আবু জুহাইফাহ্, হইতে, তিনি বলেন একদা সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লার রাসূল, আমরা দেখিতেছি, আপনার চুল যে সাদা হইয়া চলিল!" তাহাতে তিনি বলেন, "সূরা হূদ ও

(٦—٤٢) حدثنا سفيان بن وكيع أنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت

হইয়াছিল তাহা আলিমগণ এইভাবে ব্যক্ত করেন যে, এই সূরাগুলিতে কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় দুর্যোগের এবং বিশেষ করিয়া ভাল-মন্দ সকল কাজের হিসাব লওয়ার ও বিচারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং জাহান্নামের বীভৎসতা ও কঠোর শাস্তির যে দৃশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সাতিশয় ভীতিপ্রদ ও হতাশাব্যঞ্জক। এই সব বিষয়ের ভাবনা চিন্তাতেই নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল সাদা হইতে থাকে। প্রশ্ন উঠে, আল্লাহ তা'আলা নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নিশ্চিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, আখিরাতে তাঁহাকে কোনই শাস্তি দেওয়া হইবে না, বরং তিনি জান্নাতের সর্বোচ্চ মান্‌যিলে পরম সুখে বাস করিতে থাকিবেন। এমত অবস্থায় তাঁহার ভাবনা চিন্তার তো কোনই কারণ থাকিতে পারে না। জওয়াবে বলা হয় যে তাঁহার নিজের পরিণামের জন্য তাঁহার কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। কিন্তু তিনি মানব দরদী এবং রাহমাতুল্ লিল্-আলামীনও ছিলেন। তাই উম্মাত গত প্রাণ, বিশ্বনাবী সমগ্র মানব সমাজের বিশেষতঃ তাঁহার উম্মাতের পারলৌকিক দুর্গতির বিবরণ অবগত হইয়া চরম উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ সহকারে কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং এই কারণেই তাঁহার ভাবনা-চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁহার চুল সাদা হওয়া অস্বাভাবিক হইলেও এই ভাবনা চিন্তার কারণেই তাঁহার চুল সাদা হইতে থাকে। ইহাই হইতেছে এই হাদীসের তাৎপর্য।

এই হাদীস সম্পর্কিত আর একটি মাস্‌আলা এই:— রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, 'শায়্যাবাত্‌নী' 'আমার চুল সাদা করিয়া চলিল।' প্রশ্ন উঠে, 'চুল সাদা করেন আল্লাহ। ভাবনা চিন্তার কোন ক্ষমতা নাই চুল সাদা করিবার। তবে তিনি এইরূপ উক্তি করেন কি করিয়া?' জওয়াব—আল্লাহ ছাড়া অপরের সহিতও কোন ঘটনা জড়িত করা যায় 'কারণ হিসাবে'। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এখানে চুল সাদা হওয়া আরোপ করেন সূরাগুলির প্রতি 'কারণ' হিসাবে;—কর্তা হিসাবে নয়। কাজেই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণগুলির সহিত এই অর্থে কোন ঘটনার সম্বন্ধ প্রকাশ করা শারী'আতমতে মোটেই না-জায়িয নহে।

قالوا يا رسول الله نراك......৬—৪২ **সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লার রাসূল আমরা দেখিতেছি ......।** পূর্বের হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, 'হযরত আবুবাকর রাঃ' এই কথা বলেন, আর এই হাদীসে বলা হইতেছে যে, 'সাহাবীগণ' বলেন। এই বাহ্যিক পরস্পর বিরোধী বিবরণের সমাধান আলিমগণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قَالَ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا ٠

উহার মত সূরাগুলি আমার চুল সাদা করিয়া চলিল।"

(৭—৪৩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ تَيْمِ الرَّبَابِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلي

(৪৩—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলী ইব্‌নু হুজ্‌র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান শু'আইব ইব্‌নু সফ্‌ওয়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল্‌ মালিক ইব্‌নু 'উমায়র হইতে, তিনি ইয়াদ ইব্‌ন লাকীত আল্‌-'ইজ্‌লী হইতে, তিনি তায়মুর্‌ রাবাব গোত্রের আবু রিম্‌সাহ্‌ আত-তায়মী হইতে, তিনি বলেন আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট আসিলাম। তখন আমার সঙ্গে আমার এক পুত্র ছিল। তিনি বলেন, অনন্তর, আমি আমার পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

দুই ভাবে দেন। (এক) ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ঘটনা সম্পর্কে এই দুইটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এক মজলিসে হযরত আবুবাক্‌র রাঃ এই কথা বলেন এবং সেই মজলিসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এই পাঁচটি সূরার কথা নাম ধরিয়া উল্লেখ করেন। ঐ মজলিসের বিবরণ দেন হযরত ইব্‌নু আব্বাস পূর্বের হাদীসটিতে। অপর কোন এক মজলিসে সাহাবীগণ ঘটনাক্রমে ঐ কথাই বলেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কেবল মাত্র সূরা হূদ উল্লেখ করিয়া বলেন 'এবং ইহারই অনুরূপ সূরাগুলি।' এই মজলিসের বিবরণ দেন হযরত আবু জুহায়ফাহ্‌ এই হাদীসটিতে। (দ্বিতীয় সমাধান) ঘটনা মাত্র একটি ছিল এবং সেই ঘটনার বিবরণ দুই ভাবে দেওয়া হইয়াও থাকিতে পারে। অর্থাৎ একই মজলিসে অপর কয়েক জন সাহাবীসহ হযরত আবুবাক্‌রও উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত আবুবাকরই এই কথা বলেন। পরে হযরত ইব্‌নু আব্বাস ঐ ঘটনাটির বিবরণ দিতে গিয়া বক্তার নাম নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন এবং সূরা পাঁচটির নামও বিশেষভাবে ও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে সাহাবীদের উপস্থিতিতে ঐ কথা বলা হয় বলিয়া অপর সাহাবী আবু জুহায়ফাহ এই উক্তিটিকে স্বাভাবিক ও সংগত ভাবেই সাহাবীদের উক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং সূরাগুলির উল্লেখ করিতে গিয়া কেবলমাত্র সূরা হূদের নাম লইবার পরে সংক্ষেপে বলিয়া দেন, "এবং উহার অনুরূপ সূরাগুলি। এইভাবে হাদীস দুইটির সমন্বয় সাধণ করা হয়।

هود وأخواتها সূরাহ হূদ এবং উহার মত সূরাগুলি। সূরা হূদ এর অনুরূপ চারিটি সূরার উল্লেখ পূর্বের হাদীসটিতে রহিয়াছে। উহা হইতেছে—

(১) النبأ (২) المرسلت, (৩) الواقعة (৪) التكوير -

তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি সূরার উল্লেখ অপর হাদীস গ্রন্থগুলির বিভিন্ন রিওয়ায়াতে পাওয়া যায়। ঐ অতিরিক্ত সূরাগুলি এই:

তাবরানীর এক রিওয়ায়াতে الحاقة ইবনু মার্দুয়াহ এর এক „ الغاشية

www.ahlehadeethbd.org

অসাল্লাম দেখাইলাম। আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন (আমার পুত্রটিকে) বলিলাম, ইনি আল্লার নাবী। সেই সময় তাঁহার পরিধানে দুই খণ্ড সবুজ কাপড় ছিল এবং তাঁহার চুলে পাক ধরিয়াছিল কিন্তু ঐ পাক ছিল লাল।

(৪৪—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্‌মাদ ইব্‌নু মানী,' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুরায়জ ইব্‌নুন্‌-নু'মান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ্‌, তিনি রিওায়ত করেন সিমাক ইব্‌নু হার্‌ব হইতে, তিনি বলেন জাবির ইব্‌নু সামুরাকে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথার চুলে কি পাক ধরিয়াছিল?" তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথার মধ্যভাগে সিঁথি কাটার স্থানের কয়েকটি চুল ছাড়া তাঁহার মাথার আর কোন চুলে পাক ধরে নাই। আর এই পাক ধরা চুলগুলিও একেবারে সাদা হয় নাই। এই) চুলগুলিতে যখন তেল লাগানো হইত তখন তেলে ঐ পাক ঢাকিয়া যেতিত।

الله عليه وسلم ومعى ابن لى قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبى الله وعليه ثوبان اخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه احمر •

(৮—৪৪) حدثنا احمد بن منيع انا سريج بن النعمان انا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب الا شعرات فى مفرق رأسه اذا ادهن واراهن الدهن •

ইবনু সা'দ এর المعارج ، القارعة ,, ,, এবং উহারই অপর এক রিওায়াতে القمر সূরাগুলি।

কাজেই ঐ জাতীয় সূরার সংখ্যা হইল মোট দশটি —হূদ, আল-ওাকি'আহ, আল্‌-মুরসালাত, আন্‌-নাবা', আত-তাক্‌ভীর, আল্‌-ইন্‌শিক্কাহ, আল্‌-গাশিয়াহ, আল্‌-কারি'আহ, আল্‌-মা'আরিজ, ও আল্‌-কামার।

فاريته فقلت لما...... (.......)

অনন্তর আমি (আমার পুত্রকে) রাসূলুল্লাহ সঃ দেখাইলাম......। এই 'আরায়তুহূ' শব্দটি 'মাজহূল' বা কর্মবাচ্যরূপে 'উরীতুহূ' ও পড়া হয়। এখন এই অংশটির অর্থ হইবে এই.

'অনন্তর আমাকে রাসূলুল্লাহ দেখানো হইল।

অতঃপর আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন আমি বলিলাল, ইনি আল্লার নাবী। (এই বলিয়া তাঁহার নুবুওত স্বীকার করিলাম।)

وشيبه احمر এবং তাঁহার চুল পাকা হওয়ার রং তখন লাল ছিল। অর্থাৎ তখনও তাঁহার পাকা চুলের রং সাদা হয় নাই। অথবা ইহার তাৎপর্য এই যে, উহাতে মেহেদি পাতার খিযাব লাগাইবার কারণে উহার রং কতকটা লাল ছিল।

(৪৪—৮) এই হাদীসটি এই অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসটির অনুরূপ। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঐ হাদীস দেখুন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম, এ এম এম

আল্লামা সৈয়েদ নযীর হুসাইন দেহলভী

[শায়খুল কুল উস্তাদুল মুহাদ্দেসীন শামসুল উলামা হযরতুল আল্লামা মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসায়েন মিঞা সাহেবের জীবনী।]

বিহারে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত সুরজগড় পরগণার সুরজগড় নামক গ্রামে আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন ওরফে মিঞা সাহেব (রাহেমাহুল্লাহো তা'লা) এর জন্ম হয়। পিতার নাম সৈয়দ জওয়াদ আলী। জন্মের সঠিক তারিখ জানা নাই। তবে অধিকাংশের মতে ১২২০ হিজরী মুতাবেক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক থেকেই রসুলুল্লার (সাঃ) বংশধর ছিলেন। বংশ পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহার উর্ধতন ৩৪তম পুরুষ ছিলেন হযরত আলী রাঃ)এবং ৩৫ তম পুরুষ ছিলেন স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)। সৈয়দ আহমদ জাজনীরি পর্যন্ত তাঁহার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলের সমন্বয় ঘটে। উক্ত সৈয়দ আহমদ পূর্বতন কোন বাদশার অধীনে এক হাযার সৈন্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। পক্ষান্তরে কাযী বা বিচারপতির আসনে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ তাঁর মাতৃকুলের উর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ সৈয়দ বায়েযিদ থেকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সম্রাট আলমগীরের রাজত্ব কাল থেকেই তাঁর বংশ পরম্পরাগত ভাবে উক্ত পদ অলংকৃত করে আসছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান সম্রাটগণের রাজত্ব কালে কাযীর পদ বর্তমান কালের সেশন জজের পদের সমকক্ষ ছিল।

মিঞা সাহেবের বাল্য জীবনের অবস্থা বিস্তারিত জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, খেলা ধূলার প্রতি তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সাঁতার কাটা, দৌড়াদৌড়ি এবং অশ্বারোহণ ইত্যাদি কার্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। হয়ত বা এই কারণেই বাল্য কাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্য গড়ে উঠে ছিল এবং তিনি আজীবন সবল ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন।

তাঁর পিতা ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনিই তাঁকে ফারসী পড়িয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে আরবীর প্রাথমিক পুস্তকগুলি পড়তে দেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর, জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি বিব্রত। লেখাপড়া শিখবার তাঁর আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অর্থাভাব। এতদুদ্দেশ্যে বশীরুদ্দিন ওরফে ইমদাদ আলী নামক একজন তালেবুল ইলমের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ হয়। একদিন রাত্রির অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে তাঁরা উভয়ে পাটনার পথে বের হয়ে পড়েন।

এ সময় বিহার প্রদেশের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটনা জেলার আযিমাবাদ। বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানেই আগমন করতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত আযিমাবাদ বা সাদেকপুরে উপনীত হন। তথায় নানমুহিয়াঁ মহাল্লার মরহুম শাহ মোহাম্মদ হুসায়ন সাহেবের বাড়ীতে তিনি অবস্থান করেন। নবাগত ছাত্রদের আপাততঃ অবস্থান করবার ব্যবস্থা এখানেই ছিল এবং এখান থেকে অন্যত্র জায়গীর করে দেওয়া হ'ত। মিঞা সাহেব এখানে প্রায় ৬ মাস কাল অবস্থান করেন এবং কোরআনের তরজমা ও মেশকাত পড়তে শুরু করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিল্লী যাত্রা

সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ঈদুল ফেৎরের (১২৩৬ হিঃ) নামাযের পর হজ্জ যাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিলী ত্যাগ করেন এবং দালমেট, এলাহাবাদ ও মির্যাপুর ইত্যাদি স্থানের পরিক্রমা করতে করতে বেনারসে উপস্থিত হন। ঈদুজ্জোহার নামায তাঁরা সেখানেই পড়েন এবং সেখানে এক মাস কাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে হিজরীর ১২৩৭ সালের মুহাররম মাসে রওয়ানা হয়ে গাযীপুর, দানাপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করতে করতে কয়েক মাস পর পাটনার আযিমাবাদে উপনীত হন। এখানেও ১৫ দিন অবস্থান করেন। ঘটনাবৈচিত্রে মিঞা সাহেবও এই সময়ে পাটনায় আগমন করেন। মনে হয় সৈয়দ সাহেব যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিলী ত্যাগ করেন ঠিক সেই সময়ে মিঞা সাহেবও শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সুরজগড় ত্যাগ করেন। সৈয়দ সাহেবের কাফেলা আযিমাবাদের গোল ঘরের সম্মুখে অবস্থান করছিল। লেনের ময়দানে তাঁরা জুম্আর নামায পড়ছিলেন মওলানা ইসমাঈল শহীদ সেই বিরাট জন সমাবেশে এক বক্তৃতা প্রদান করছিলেন। মিঞা সাহেব স্বয়ং বলেছেন, তিনি এই জুম্আর নামাযে যোগদান করেছিলেন এবং ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করেছিলেন। লেনের সমগ্র ময়দান জন সমুদ্রে পূর্ণ ছিল এই খানেই মিঞা সাহেব সৈয়দ সাহেব ও মওলানা শহীদের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তিনি সেখানে ১৫ দিন পর্যন্ত বুযর্গদ্বয়ের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের অমিয় বাণী শ্রবণ করেন। মনে হয় এর পরই তাঁর অন্তরে দিল্লী যাত্রার জন্য চিন্তার উদ্ভব ঘটে। কেন না এই সময়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আহমদ (রহঃ) বেরেলবীর দীক্ষাগুরু এবং ভারতের সর্বজনমান্য আলেম মওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেব জীবিত ছিলেন এবং দেশ বিদেশের ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদান করছিলেন। এর দুই সপ্তাহ পর সৈয়দ সাহেব পাটনা ত্যাগ করেন এবং কাফেলা সহ নৌকাযোগে সুরজগড়, মুঙ্গের ভাগলপুর এবং মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছেন। সৈয়দ সাহেবের প্রস্থানের কিছু দিন পরেই মিঞা সাহেবও আজিমাবাদ ত্যাগ করেন এবং দিল্লীর পথে যাত্রা করেন।

পাটনা থেকে দিল্লী

হিজরী ১২৩৭ সালে তিনি পাটনা থেকে দিল্লী যাত্রা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে এই সফরে সুরজগড়ের মৌলবী ইমদাদ আলী সাহেব তাঁর সঙ্গী ছিলেন। পথে তিনি গাযীপুরে কিছুদিন তথাকার অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলেম মওলানা আহমদ আলী চিরিয়াকুটির নিকট প্রাথমিক কেতাবাদি অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে বেনারস রওয়ানা হন এবং সেখানেও কিছুদিন অবস্থান করেন। বেনারসে তিনি একখানা কেতাব ৯৲ (নয় টাকা) মূল্যে বিক্রয় ক'রে একটা ছোট ঘোড়া খরিদ করেন। উক্ত অশ্বযোগে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। সেখানে যমুনার তীরে একটা মসজিদে অবতরণ করেন। অতঃপর শাহ আজমল সাহেবের ক্যাম্পে অবতীর্ণ হন। সেখানে মারাহুল আরওয়াহ, যানযানী, নকুদছ ছরফ, জুযানী, শরহে মেয়াতা আমেল, মেছবাহ, যরিরী এবং হেদায়েতুন্নহু কেতাব সমূহ ৭।৮ মাস কাল সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেন। এই সময় তিনি চিন্তা করেন, দিল্লীর শাহ আবদুল আযীয ছাহেবের সান্নিধ্য যদি

www.ahlehadeethbd.org

তাঁর জীবনে না ঘটে তাহলে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। সুতরাং তিনি এলাহাবাদ থেকে ফতেহপুর এবং ফতেহপুর থেকে কানপুরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে ফররুখাবাদে চলে যান এবং এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে আবার কানপুরে ফিরে আসেন। তথায় ভূগলীপুর তহসীলের সেকেন্দ্রা থানার খাজাকুল গ্রামের কেল্লার ভিতরে বসতিপূর্ণ স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। খাজাকুলে একটা মাজার ছিল। তৎসংলগ্ন মসজিদে তিনি বাস করতেন। মসজিদের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে তিনি স্বহস্তে যা লিখেছিলেন তার বাংলা তর্জমা নিম্নরূপ ঃ

"এ দীন অদ্য অত্র মসজিদে উপনীত হ'ল।"

নযির হুসায়ন সুরজগড়ী,

৫ই রজব, ১২৩৮ হিঃ।

তারপর সেখান থেকেও তিনি চলে যান এবং নানা স্থান ঘুরে ফিরে ১৩ই রজব ১২৪৩ হিজরী মুতাবেক ৩০শে জানুয়ারী ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বুধবার দিবসে দিল্লী পৌছেন। তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন ১২৩৭ হিঃ সালে এবং দিল্লী পৌছলেন সুদীর্ঘ ৬ বছর পর ১২৪৩ হিঃ সালে। এত বিলম্বে দিল্লী পৌছবার সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায় নাই। অনুমান করা যায় অর্থাভাব ও অসহায়তাই ছিল এর মূল কারণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাজাকুল গ্রামে তিনি পৌচেছিলেন ৫ই রজব ১২৩৮ হিঃ সালে এবং দিল্লীতে পৌছলেন অল্পাধিক ৫ বছর পরে—১৩ই রজব ১২৪৩ হিঃ সালে। এই দীর্ঘ ৫ বৎসর কোথায় কিভাবে কাটিয়েছিলেন সে ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এলাহাবাদ পরিত্যাগ করবার পর এই দীর্ঘ ৫ বৎসরকাল অন্য কোথায়ও তাঁর অধ্যয়নরত থাকবার কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এলাহাবাদে তিনি হেদায়েতুন্নহু পুস্তিকা খানা খতম করেছিলেন এবং দিল্লীতে এসে কাফিয়া আরম্ভ করেন। মোটকথা কোন প্রকারে দিল্লী পৌছে যান এবং প্রথমতঃ মওলানা মরহুম শুজাউদ্দিন ছাহেবের গৃহে অবতরণ করেন। মিঞা সাহেবেরই লিখিত এক পত্রে জানতে পারা যায়,—

"আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে আমি একজন অসহায় বালক (?) ১২৪৩ হিজরী সালের ১৬ই রজব সোমবার দিবসে শাজাহানাবাদে অবস্থিত মরহুম মওলানা শুজাউদ্দিন মুফতীয়ে আউয়াল সাহেবের গৃহে আমার এক গ্রামবাসীর পরিচয় সূত্রে—যিনি পূর্ব হতেই তথায় অবস্থান করছিলেন (সম্ভবতঃ মওলানা ইমদাদ আলী সুরজগড়ী)—অবতীর্ণ হই এবং ১০।১৫ দিন তথায় অবস্থান করবার পর প্যাঞ্জাবী কাট্রার মসজিদে আওরঙ্গাবাদে মওলানা আবদুল খালেক মরহুমের খেদমতে বিদ্যার্জন করতে আরম্ভ করি।"

অর্থাৎ ১০।১৫ দিন পর তিনি মুফতী সাহেবের গৃহ ত্যাগ করে পাঞ্জাবী কাটরার আওরঙ্গাবাদী মসজেদে মওলানা আবদুল খালেক দেহলভী (১২৬১ হিঃ মৃত্যু) সাহেবের খেদমতে উপনীত হন। এই মসজিদ টা দিল্লীর তৎকালীন মসজিদ সমূহের মধ্যে একটা বিশিষ্ট মসজিদ ছিল এবং ফতেপুরী মসজিদের সমকক্ষ বলে পরিগণিত ছিল।

(২)

মিঞা ছাহেবের উস্তাদ-বৃন্দ

তিনি দিল্লী পৌছবার পূর্বেই হযরত মওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেব ইন্তেকাল করেন। হিজরী ১২৩৯ সালের ৭ই শওয়াল শনিবার দিন

(১৩৯-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

॥ মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ ॥

সুন্নত বনাম বিদআত

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

মুহতারম সভাপতি এবং সমবেত সুধী-মণ্ডলী।

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সুধী-সমাবেশে আমার ন্যায় অভাজনকে প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ দানে গৌরবমণ্ডিত করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক শুকরীয়া জ্ঞাপন করছি। এ সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—"সুন্নত বনাম বিদআত"। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং অতি সংক্ষেপেই আমার আলোচনা শেষ করতে হবে।

বন্ধুগণ! 'সুন্নত' ও 'বিদআত'—শব্দ দু'টি আরবী হলেও আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। আরবী অভিধানে সুন্নত মানে নীতি, আর বিদআত মানে নূতন কাজ। আম্বিয়া-কুল-শিরোভূষণ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সঃ তাঁর বাস্তব কর্মজীবনে দ্বীনী দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে যা নিজে অনুসরণ করেছেন এবং সমগ্র মানব সমাজের সামনে অনুসরণীয়রূপে তুলে ধরেছেন, ইসলামের পরিভাষায় তাকেই বলা হয় সুন্নত। পক্ষান্তরে যে-আমল-আচরণের স্বপক্ষে ইসলামী শরীঅতের কোন দলীল-প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না তাকেই বলা হয় বিদআত। যা বিদআত, তা কখনও সুন্নত হতে পারে না; অপরপক্ষে যা সুন্নত তাকে কোনক্রমেই বিদআত বলা যায় না। সুন্নত ও বিদআত শব্দ দুটি ভাবগতভাবে একটি অপরটির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সুন্নত আমাদের অনুসরণীয় আর বিদআত আমাদের পরিবর্জনীয়। এ জন্যই 'সুন্নত বনাম বিদআত' শীর্ষক আমাদের এই আলোচনা।

এ প্রসঙ্গে আমি প্রথমে সুন্নতের গুরুত্ব ও তার অনুসরণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরয করতে চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সঃ রসুন্নতের অনুসরণ কোরআন মজীদের অনুসরণেরই নামান্তর। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا •

"রসূলুল্লাহ সঃ তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তাই গ্রহণ কর ; আর তিনি যে বস্তু থেকে তোমাদের বারণ করেছেন তা থেকে তোমরা বারিত হও"। তিনি আরও বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ‐

"আল্লার রসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সঃ র কর্মময় জীবনের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দরতম একটি আদর্শ নিহিত রয়েছে—(বিশেষ করে) ঐ সব লোকের জন্য যারা আল্লার প্রেমিক, আখিরাতের কল্যাণকামী এবং অধিক পরিমাণে আল্লার যিকর্ করতে অভ্যস্ত"।

আল্লার নৈকট্যলাভ ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন একমাত্র রসূলুল্লাহ সঃ র জীবনাদর্শ বা সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। সমগ্র মানব-সমাজের ইহ-পরকালের কল্যাণ লাভের সুষ্ঠু ব্যবস্থাই হযরত নবী মোস্তফা সঃ দিয়ে গেছেন। তাঁর সুন্নত ছাড়া অন্য কোন আদর্শের অনুসরণে কল্যাণ লাভের আশা ব্যর্থ-বিড়ম্বনা মাত্র। আল্লার প্রীতি লাভ এবং সাফল্য ও মুক্তি অর্জনের একমাত্র উপকরণ হচ্ছে রসূলুল্লাহ সঃ র সুন্নতের অনুসরণ। মহাগ্রন্থ কোরআনের এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ‐ قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ ‐ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ

"হে নবী! আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লার প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করতে চাও তাহলে আমার সুন্নতের অনুসরণ কর; তাতেকরে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলো মার্জনা করে দেবেন, তিনিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহপরায়ন। আপনি আরো বলুন, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অনুসরণ কর; যদি এতে তোমরা বিমুখ ও পরাঙ্মুখ হও তাহলে মনে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কাফিরদের ভালবাসেন না।"

এই দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সঃ র সুন্নত-অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে এর শুভ পরিণতির কথাও ঘোষিত হয়েছে। অপর পক্ষে শেষোক্ত আয়তটির শেষের দিকে সুন্নত অনুসরণ থেকে বিমুখ ও পরাঙ্মুখ হলে কাফির হয়ে যাওয়ার অশুভ পরিণতির প্রতিও সতর্ক করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নিম্নোক্ত অর্থে সাহাবী হযরত আনাস রাঃ-র বাচনিক একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : "তিনজন সাহাবীর একটি দল নবী-সহধর্মিণীদের নিকট গমনপূর্বক রসূলুল্লাহ সঃ-র ইবাদত-বন্দেগী সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর তাঁরা তাঁদের নিজে-দের বেলায় সে পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগী যথেষ্ট নয় ভেবে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগ-লেন— রসূলুল্লাহ সঃ-র তুলনায় আমরা কোথায় পড়ে রয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর যাব-তীয় দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন। তাঁদের একজন বললেন, আমি চিরদিন বিনিদ্র-রজনী নামাযে মশগূল থাকবো। আর একজন বললেন, আমি সদা সর্বদা নিয়মিতভাবে রোযা পালন করে যাব—কখনো রোযা ভাংগবো না। অপরজন

www.ahlehadeethbd.org

বললেন, আমি নারীদের সাহচার্য ত্যাগ করবো—কখনো বিবাহ করবো না। এমন সময় রসূলুল্লাহ সঃ তাঁদের নিকট তশরীফ নিয়ে এলেন এবং বললেন; তোমরা এমন এমন কথা বললে? সাবধান! আমি আল্লার কসম করে বলছি, আমি তোমাদের সকলের চাইতে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে অধিক সংযমী। কিন্তু সে সত্বেও আমি কেবল রোযা রেখেই যাই না—রোযা ভঙ্গও করি; না ঘুমিয়ে সারারাত্রি নামাযই পড়ি না—নিদ্রাও উপভোগ করি এবং আমি নারীদের সাথে বিবাহিত জীবনও যাপন কর্‌ছি। মনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে সড়ে দাঁড়াবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।"

মোটের উপর সত্যিকার মুসলমান হ'তে হ'লে রসূলুল্লাহ সঃর সুন্নত অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে এবং সে মতে কাজ করে যেতে হবে। তাঁর মীমাংসায় কোন মুসলমাম আপত্তি তুলতে পারে না। তাঁর সুন্নত অস্বীকার ক'রে ঈমান ও ইসলামের দাবী বাতুলতামাত্র। তাঁর সুন্নতকে যুক্তি প্রমাণের নিরিখে যাচাই বাছাই করা চলবে না—তাঁর সুন্নত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে এবং খুশী মনে অনুসরণ করতে হবে। এক ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর ফারূক রাঃ হজ্ব উপলক্ষে বায়তুল্লাহ শরীফে গমণপূর্বক হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপাথর ধরে বললেন: তুমি একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নও, কারো উপকার-অপকার কিছুই করার অধিকার তোমার নেই; তবু আমরা তোমায় চুমো খেয়ে আসছি! কিন্তু কেন? শুধু এজন্য যে, তোমায় চুমো খেতে আমরা স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ সঃ কে দেখতে পেয়েছি। এটাকেই বলে এত্তেবায়ে সুন্নত বা সুন্নতের অনুসরণ।

সুন্নত অনুসরণের অপরিহার্যতার স্বপক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে আরো বহু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সংক্ষেপ করতে গিয়ে এতদসম্পর্কিত আলোচনা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। অতঃপর বিদআতের সংজ্ঞা, তার ভয়াবহ অশুভ পরিণতি এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথা আলোচনা করেই আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

সুন্নত অনুসরণের অপরিহার্যতার ন্যায় বিদআত পরিবর্জনও অপরিহার্য। যে সব কাজ শরীঅতের প্রমাণে সাব্যস্ত নয়, দীনের কাজের ন্যায় সে সবের উপর গুরুত্ব দিয়ে সওয়াব লাভের মানসে ঐ সব কাজ আঞ্জাম দেয়াকেই শরীঅতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয়। এই শরয়ী বিদআত নিয়েই আমাদের আলোচনা, এই বিদআতকেই রসূলুল্লাহ সঃ গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত বিদআত কার্যগুলোর মূলে সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য সৎ হলেও যেহেতু শরীঅতে মোহাম্মদীয়ায় বিদআত কার্যগুলো নূতনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেগুলোর প্রতি রসূলুল্লাহ সঃর কোন সমর্থন নেই—কাজেই উহা অবাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত—অনুরূপ আচরণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবূল হয় না। আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

www.ahlehadeethbd.org

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন নীতি (অনুসরণের জন্য) খুঁজে বেড়াবে তা (যতোই কল্যাণকর বলে কল্পিত হোক না কেন) আল্লার দরবারে কস্মিণকালে গৃহীত হবে না; বস্তুতঃ পরজীবনে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহগামী।"

রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন :

من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد

"যে কেহ আমাদের এই ইসলামী জীবন-বিধানে নূতন কিছুর আবিষ্কার করবে যা তাতে স্বীকৃত নয়, সেই আবিষ্কৃত বস্তুটি হবে মরদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।"

রসূলুল্লাহ সঃ র জীবদ্দশায় দীনে ইসলামের পূর্ণতা বিঘোষিত হয়েছে। ইসলামকে শুধু পুর্ণ পরিণত বলেই ঘোষণা করা হয়নি, বরং এর স্থায়িত্বও স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ পরিণত চিরস্থায়ী ইসলামে নূতনভাবে আবিষ্কৃত কোন আচার অনুষ্ঠান সংযোজনের অবকাশ নেই। যারা ইসলামের রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানে পরিতৃপ্ত না হয়ে নূতন নূতন অনুষ্ঠান তার সাথে জুড়ে দিয়েছে তারাই বিদআতী এবং অতীব ভয়াবহ তাদের পরিণতি।

রসূলুল্লাহ সঃ সর্বপ্রকার বিদআতকেই অনাচার বলে অভিহিত করেছেন। এক শ্রেণীর লোক বিদআতকে তথাকথিত 'হাসানা' ও 'সাইয়েয়া'—এ দু'ভাগে বিভক্ত করে তাদের কল্পিত 'বিদআতে হাসানা'র দোহাই দিয়ে ইসলামী জীবনে নূতন নূতন রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনের অনুকূলে ওকালতী করে থাকেন। আসলে বিদআতের এই কল্পিত শ্রেণী বিভাগের সাথে মোহাম্মদী শরীঅতের কোনই সম্বন্ধ-সংশ্রব নেই। বিদআত সম্পর্কিত এসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস যতশীঘ্র জনমন থেকে বিদূরিত হবে ততই সমাজের কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে। এ ভ্রান্তির নিরসনে সম্ভাব্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিদআতের পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ। বুখারী ও মুসলিমের এক মশহূর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন :

"হাওয কওসরে আমি তোমাদের সামনে থাকবো। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাওয কাওসর থেকে পানীয় পান করে পরিতৃপ্ত হবে। যে ব্যক্তি একবার পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। তখন আমার নিকট এমন কতকগুলো লোক আসবে যাদের আমি নিজ উম্মত হিসেবে পরিচয় করে নেব; আর তারাও আমায় নিজেদের পয়গাম্বররূপে চিনতে পারবে। তারপর আমার ও তাদের মধ্যে একটি পর্দা পড়ে যাবে। আমি তখন বলবো, এরা তো আমার উম্মতের লোক! তখন আমাকে বলা হবে; দেখুন, আপনার পর তারা ধর্মের মধ্যে কত সব নূতন কাজ আবিষ্কার করেছে তা আপনি অবগত নন। একথা শুনে আমি বলবো, যারা আমার পর দীনকে পরিবর্তিত করেছে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।" এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বিদআতীরা শাফাআত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

বিদআতের প্রচলনে দীন বিপর্যস্ত হয়; বিদআতীদের সম্মান দেয়া ইসলামকে ভূপাতিত করার শামিল। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

"যে ব্যক্তি বিদআতীকে সম্মান করল, সে যেন

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামের বিধ্বস্তির কাজে সহায়তা করলো।”

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাঃ র বাচনিক বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন :

ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة
حتي يدع بدعته

“বিদআতীর বিদআত কাজ পরিহার না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তার আমল কবূল করতে অস্বীকার করেছেন।”

হযরত হোযায়ফা রাঃ র বাচনিক বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন :

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما
ولا صلوة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة
ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من
الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين•

“আল্লাহ তা‘আলা বিদআতীর রোযা, নামায, দান খয়রাত, হজ্ব, ওমরা, জিহাদ, নফল, ফরয—কিছুই কবূল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে পড়বে—যেমন মথিত আটা থেকে চুল বের হয়।”

বিদআতীদের অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত আরো বহু হাদীসের উধৃতি দেয়া যেতে পারে। সংক্ষেপে এ পর্যন্তই উধৃতি শেষ করলাম।

বিদ্‌আতীদের উদ্ভাবিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মীলাদ, কিয়াম, মৃত্যু-বার্ষিকী, ঈসালে সওয়াবের মহফিল, বার ওফাত, খতমে জালালী, খতমে খাজেগঞ্জ, সলাতে আলফীয়া, শবে বরাতের উৎসব প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। স্বতন্ত্র-ভাবে প্রত্যেকটির আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বলে প্রসঙ্গক্রমে মাহে-শা’বানের শবে বরাত সম্পর্কে, মাত্র কয়টি কথা নিবেদন করেই আমি বিদায় নিচ্ছি।

শবেবরাত নামটির সাথে কোরআন ও সুন্নাহ—তথা ইসলামী শরীঅতের কোন সম্পর্ক নেই। এ সত্বেও ১৫ই শা’বানের রাত্রিটিকে শবে বরাত নামে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা দিয়ে পালন করা হলে তাকে বিদআত বলার অসঙ্গতি থাকতে পারে না। মাহে-শা’বানের ফাযায়েল স্বীকৃত হলেও সুন্নতের দৃষ্টিতে কথিত শবে বরাতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। শবে বরাত নাম দিয়ে ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে অনুসৃত এই রাত্রিতে আতশবাজী ও পটকা ফুটানোর রীতি দস্তুরমত এক তামাশায় পর্যবসিত হয়েছে। এসব কাজকে যেকোন ধর্ম বিগর্হিত কাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কত টাকা যে আগুনের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, তা নিরূপন করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। হালুয়া-রুটি ভোজন ও বিতরণ, দোকান-মসজিদ-কবরস্তান প্রভৃতিকে আলোকোজ্জ্বল করণ এবং পটকা ও আতশবাজীর বেপরওয়া ধূম-ধামের অনাচারে একদিকে সমাজকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে—আর অপরদিকে বেশুমার অর্থের অপচয় ঘটছে।

শা’বান ও শবে বরাত প্রসঙ্গে সম্প্রতি আর একটি নূতন প্রথার উদ্ভব ঘটেছে। এটা হচ্ছে, শবিনার নাম দিয়ে মাইক-যোগে কোরআন পাঠের আধুনিক রীতি। কোরআন মজীদ তেলাওত করা অতীব পূণ্যের কাজ, একথা সত্য; কিন্তু কোরআন মজীদ তেলাওত ও শ্রবণ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোরআনের মর্যাদা হানিকর কিছু না ঘটে। পুণ্যের আশায় এই শবিনার নামে দিবারাত্র যেভাবে মাইক্রোফনের সাহায্যে কোরআন খতমের হিড়িক চলছে তাতে কোরআনের হক্‌ক্বো আদায় হয়ই না, উপরন্ত এর মর্যাদাহানিই ঘটছে বেশী। ফলে শ্রদ্ধার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাথে তেলাওতের আওয়াষ খুব কম লোকেই শুনে থাকে, উপরন্তু তাতে অনেকের অনেক জরুরী কাজে এবং নিদ্রায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। এর জন্য সওয়াব না হয়ে গোনাহ হওয়ার আশংকাই অধিক। কোরআনে মজীদের ধরাক, বাহক ও মু'আল্লিম হয়ে এসেছিলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সঃ। তিনি এর তেলাওত পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর শিক্ষা এবং তদীয় সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত রীতিতে এ ধরণের কোরআন তেলাওতের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপসংহারে আমি নিবেদন করতে চাচ্ছি যে, বিদআতকে হাসানাই বলুন আর সাইয়েয়াই বলুন, সব বিদআতই সুন্নতের সংহারক। বাহ্য-দৃষ্টিতে বিদআত কাজ চমকপ্রদ ও কল্যাণকর মনে হলেও তার পরিণাম খুব ভয়াবহ এবং সর্ব-তোভাবেই অকল্যাণকর। আজকের যুগে চমকপ্রদ বিদআত কাজগুলো সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করে চলেছে। এর প্রতিবাদে কোন কোন মহল থেকে কোন কথা বল্‌তে চেষ্টা করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাতে খুব ভাল ফল ফলছে না। এ পরিস্থিতিতে বিদআতের মোকাবেলায় সুন্নতকে পেশ করা হলে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটাকে অভিনব বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টারও ত্রুটি হয় না। তাসত্বেও বিদ-আতের আশংকাজনক পরিণতির কথা ভেবে সুন্নতের ভক্ত হিসেবে আমরা ইসলামী শরীঅতের মৌল-বিধান থেকে এসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি। মুসলিম সমাজ বিদআতকে পরিত্যাগ করে সুন্নতের অনুসরণে মনোযোগী হোক—এটাই আমাদের কাম্য।*

* বিগত ৫ই নভেম্বর—পুরাণা মুগলটুলী জামে মসজিদে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে পঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআন মজীদের ভাষ্য

(১১২-এর পাতার পর)

জাদুকরেরা যাহা করিয়াছিল তাহা তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় ছিল না; বরং উহা ছিল ভেল্‌কিবাজী বা সম্মোহনজাতীয় ম্যাজিকবিশেষ। নিম্নে উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

(এক) সূরাহ্ আশ্-শুআরা ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়—

فالقوا حبالهم وعصيهم

অনন্তর তাহারা (ফির্আওনের জাদুকরেরা) তাহাদের **দড়িগুলি ও লাঠিগুলি নিক্ষেপ করিল।**

(দুই) সূরাহ আল্ আরাফ ১১৬ নং আয়াতে বলা হয়—

فلما القوا سحروا اعين الناس
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم •

তাহারা যখন নিক্ষেপ করিল তখন **লোকদের চোখে তাহারা জাদু করিল** ও তাহাদিগকে ভীতি-গ্রস্ত করিল; এবং তাহারা বিরাট জাদু দেখাইল।

(তিন) সূরাহ 'তা—হা' এর উল্লিখিত আয়াত-টির মাত্র দুই আয়াত পূর্বে ৬৬ নং আয়াতে বলা হয়—

فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه
من سحرهم انها تسعى •

অনন্তর তাহাদের জাদুর কারণে তাহার (মূসার) মনে এই ধারণার উদ্রেক হইল যে, তাহাদের দড়িগুলি ও লাঠিগুলি দৌড়াইতেছে।

উল্লিখিত আয়াতগুলি হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ফিরআওনের জাদুকরদের কীর্তি ছিল নযরবন্দী বা দ্রব্যগুণ জাতীয়। কাজেই সূরা 'তা—হা' এর ৬৯ নং আয়াত হইতে বড় জোর ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভেল্‌কিবাজী ও হাতের সাফাই জাতীয় ম্যাজিক অবাস্তব এবং সত্যই তাহা অবাস্তবও বটে। যথা, এক টাকাকে একশো টাকায় পরিণত করা; মানুষকে হাত পা বাঁধিয়া বাক্সে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবার পরে তাহার বাক্স হইতে উধাও হইয়া যাওয়া ইত্যাদি ম্যাজিকগুলি নিঃসন্দেহে অবাস্তব।

এখন তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে কুরআন মাজীদ হইতে দালীল পেশ করিতেছি।

(এক) সূরাহ আল্ বাকারাহ্ ১০২ নং আয়াতে বলা হয়, 'শায়তানেরা লোককে জাদু শিক্ষা দিয়া কাফির হইয়াছিল'। এই আয়াতে জাদু বলিয়া নিঃসন্দেহে তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুগুলিতে আল্লাহ ছাড়া অপরের শরণ লওয়া হইয়া থাকে বলিয়া ঐ প্রকার জাদুগুলিকে কুফরী কাজ আখ্যা দেওয়া হয়। দ্রব্যগুণ, হাতের সাফাই বা চোখে ধাঁধাঁ লাগানোর মধ্যে কুফরীর কিছু সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব নিশ্চয় আছে—তবেই তো উহা আমল করার জন্য লোককে কাফিরে পরিণত হইতে হয়। তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুর বাস্তব অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহা হইলে উহা আমল করার জন্য কেহ কাফির হইতে পারে না।

(দুই) উল্লিখিত আয়াতটিতে আরো বলা হয় যে, হারূত ও মারূত এর নিকট হইতে লোকে এমন সব (জাদু) শিক্ষা করিত যদ্দারা তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। এই জাদুও নিশ্চিতভাবে তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় ও বাস্তব ছিল—তবেই তো লোকে উহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাইত। উহার যদি বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে তবে উহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে কি করিয়া?

(তিন) সূরা 'আল ফালাক' এর চতুর্থ আয়াতে গিঁঠসমূহে ফুৎকারদায়িনীদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহারা তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদু পাঠ করিয়া সুতাজাতীয় কোন কিছুতে ফুঁ দিয়া গিঁঠ লাগাইত।

উল্লিখিত আয়াতগুলি হইতে এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীস সমূহ হইতে তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়। কাজেই যামাখশারী পন্থীদের দাবী নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল' এই ঘটনাটি যামাখশারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পন্থীরা ভিত্তিহীন বলিয়া দাবী করে। তাহারা তাহাদের এই দাবীকে অপর একটি দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাহা এই যে, জাদুর কোন বাস্তব অস্তিত্বই নাই ; কাজেই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করারও কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, যামাখ্শারী মু'তাযিলী পন্থীরা তাহাদের ঐ দাবীর সমর্থনে কোন মৌলিক (Positive) প্রমাণ পেশ করিতে পারে না। আমরা ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, তন্ত্রমন্ত্র জাতীয় জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কাজেই তাহারা যে দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ঘটনাটি অস্বীকার করিতে চায় সেই দাবীটিই প্রমাণিত না হওয়ায় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার অস্বীকৃতি-ব্যঞ্জক দাবীটিও বাতিল প্রমাণিত হইল। এই ব্যাপারে তাহাদের দ্বিতীয় দাবী এই যে, যদি 'নাবীকে জাদু করা সম্ভব' স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ইসলাম ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়! আমাদের প্রশ্ন এই যে, 'নাবীর প্রতি জাদু চলে না।' তাঁহাদের এই দাবীর দালীল কি? যামাখশারী পন্থী আধুনিক তাফসীরকার মহোদয় এখানে যুক্তির পথ ছাড়িয়া ভাবপ্রবণতার (Sentiment) আশ্রয় লইয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন এই যে, নাবীর পক্ষে কোন্ কোন্ ব্যাপার সম্ভব এবং কোন্ কোন্ ব্যাপার অসম্ভব তাহা কুরআন ও সাহীহ হাদীস হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে। আমরা আলোচনার প্রথম ভাগেই সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম ও সুনান নাসা'ঈ হাদীস গ্রন্থসমূহে এই সম্পর্কে সংকলিত সাহীহ হাদীসগুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল—ইহা বাস্তব ব্যাপার ঐতিহাসিক সত্য।

নাবী ও রাসুলদের সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে এই আকীদা রাখিতে হইবে যে, যেসব দোষ, অভ্যাস, কাজ ও রোগ অপরের ঘৃণার উদ্রেক করে সেই সব ব্যাপার হইতে নাবী ও রাসূলগণকে অবশ্যই মুক্ত হইতে হইবে। কারণ উহাতে আল্লার দীন প্রচারে ব্যাঘাত ঘটে। যথা, মিথ্যা বলা, পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি। কিন্তু নাবী ও রাসূলগণ মানুষ বলিয়া মানুষের রক্তমাংসের শরীরের জন্য প্রকৃতিগতভাবে যাহার প্রয়োজন হয় অথবা স্বাভাবিকভাবে যে প্রভাব, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্ভবপর তাহা নাবী-রাসুলের মধ্যে কোন ক্রমেই দূষণীয় নয়। যথা পানাহার, নিদ্রা, প্রস্রাব-পায়খানা করা, যৌনক্ষুধা হওয়া প্রভৃতি প্রকৃতিগত ব্যাপারে নাবী-রসূল ও অপর লোক সকলে সমান। নাবী-রাসুল প্রচলিত খাদ্যাদি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের শরীরে যেমন তৃপ্তিজনক ক্রিয়া প্রকাশ পায় সেইরূপ তাঁহারা বিষ খাইলে তাঁহাদের শরীরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে অপর লোকের শরীরে ও মনে জাদুর ক্রিয়া হওয়া যেমন স্বাভাবিক সেইরূপ নাবী-রাসূলদেরও শরীরে মনে জাদুর ক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। নাবী রাসুলদের পক্ষে কি করা ও কেমন থাকা স্বাভাবিক এবং কি না করা ও কেমন না হওয়া স্বাভাবিক এই বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত মতের দরুণ অতীতে বহু লোক নাবী-রাসুলদের নবুওৎ অস্বীকার করিয়া কাফির হইয়াছে এবং নাবী-রাসুলদের গত হইবার পরে ঐ ভ্রান্ত মতেরই দরুণ বহু ইসলাম দাবীকারী লোক বিদ'আতী হইয়াছে ও হইতেছে। "কাফিরগণ বলিত, এই আবার কেমন রাসুল! খাবারও খায় আবার বাযারে চলাফেরাও করে।" সুরাহ আল-ফুরকান, ৭ আয়াত। অর্থাৎ তাহাদের মতে যিনি রাসূল হইবেন তিনি আহারও করিবেন না—বাযারে চলাফেরাও করিবেন না। আর পরে এক দল ইসলাম দাবীকারী লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে **তাঁহার মৃত্যুর পরে কবরের মধ্যে তাঁহাকে জীবিত মানিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,** তাঁহাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। আর এক দল ইসলামের দাবীদার তাঁহাকে জাদুর-বিষের ও বদ নযরের ক্রিয়া হইতে মুক্ত বলিয়া দাবী করেন। এইগুলি হইতেছে ঐ দলগুলির কল্পনা মাত্র। উহার মূলে কোন সত্যতা নাই।

আমরা আমাদের সুন্নীদের আকীদা আর একবার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিতেছি। আমাদের আকীদা এই যে, জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং বাস্তব ভাবে উহার ক্রিয়াও হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ক্রিয়া আল্লার নির্দেশ ও মরযী সাপেক্ষ। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার হুকমে ঐ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি যদি উহাকে নিষ্ক্রিয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

যামাখশারী পন্থী ঐ আধুনিক তাফসীরকার তাঁহার দাবীর সমর্থনে শেষ পর্যন্ত একটি হাদীস উধৃত করেন। হাদীসটি তিনি মিশ্কাত গ্রন্থ হইতে আহমাদ এর বরাত ক্রমে উল্লেখ করেন। আমরা যেখানে সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম ও সুনান নাসা'ই হইতে সাহীহ হাদীস সমূহ উল্লেখ করিয়া স্পষ্টভাবে দেখাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করা হইয়াছিল এবং আরও আমরা যেখানে সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম হইতে হাদীস উধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, জাদু করা মহাপাপ এবং তাহার ফলশ্রুতিরূপে জাদুর বাস্তবতা প্রমাণ করিলাম—সেখানে তিনি ঐ হাদীসগুলি সম্পর্কে কোন কিছু না বলিয়াই তাঁহার মতের সমর্থনে একটি হাদীস যদি বা আনিলেন তাহাও আনিলেন এমন গ্রন্থের বরাত দিয়া যে গ্রন্থে তিনি নিজেও ঐ হাদীসটি সম্ভবতঃ দেখেন নাই। তিনি সিহাহ সিত্তাকে প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ বলিয়া মানেন কি না তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না; তবে সারা দুনয়া ইহা স্বীকার করে যে, সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম গ্রন্থ দুইটি হইতেছে প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ্য হাদীস গ্রন্থ এবং সুনান নাসা'ঈ হইতেছে নিশ্চিত ভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থ। পক্ষান্তরে মুসনাদ আহমাদকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য করা হয় নাই—দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছাকাছি বলা হইয়াছে। এমত অবস্থায় মিশ্কাতের উল্লিখিত হাদীসটি আমাদের বর্ণিত হাদীসগুলির সম্মুখে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারে না। ঐ হাদীসটি সাহীহ কি যা'ঈফ তাহা জানা যায় না; তবুও আমরা তর্কের খাতিরে উহাকে সাহীহ মানিয়া লইয়া উহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনা করিতেছি। মিশকাতের হাদীসটি এই, হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। মদ্যপানে অভ্যস্ত, রক্ত-সম্পর্ক ছিন্নকারী ও (مصدق بالسحر) জাদুতে 'বিশ্বাসী।" সাহীহ বুখারী ওসাহীহ মুসলিমে যে হাদীসে জাদু করাকে কাবীরা গুনাহ বলা হইয়াছে সেই হাদীসের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া এই হাদীসের অংশটির তাৎপর্য হইবে "ঐ ব্যক্তি যে জাদুর নিজস্ব শক্তিতে বিশ্বাস করে।" ইহার নযীর হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে ঔষধকে রোগ নিরাময়কারী বলিয়া বিশ্বাস করে। ঔষধ যেমন রোগ নিরাময়ের কারণ হয় অথচ উহাকে রোগ নিরাময়কারী বলিয়া বিশ্বাস করা যেমন 'শিরক' এর পর্যায়ভুক্ত হয় সেইরূপ ভাল মন্দ বহু কিছুর কারণ জাদু হইলেও জাদুকে ঐসব সম্পাদনকারী বলিয়া যদি কেহ বিশ্বাস করে তবে সে জান্নাতে দাখিল হইবে না। বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, জাদুর এই ক্রিয়ার মূলে আল্লার হুকম রহিয়াছে—ঠিক যেমন বিশ্বাস করিতে হয় যে, ঔষধযোগে রোগ নিরাময়ের মূলে আল্লার হুকম রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে এই হাদীসের তাৎপর্য। ইহা দ্বারা জাদুর অবাস্তবতা প্রমাণিত হয় না। অলিল্লাহিল হামদ।

জাদুর বাস্তব অস্তিত্ব এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে যে জাদু করা হইয়াছিল সেই ঘটনাটির সত্যতা—এই উভয় বিষয়ই ইমাম নাওাভী যুক্তি সিদ্ধ ও কুরআন-হাদীসী দালীলপ্রমাণযোগে ইমাম মা'যারী ও কাযী আয়াযের উধৃতি সহ সুনিপুনভাবে প্রমাণ করিয়াছেন এবং ঐ প্রসংগে তিনি প্রতিপক্ষ দলের যাবতীয় প্রশ্ন ও প্রতিবাদের অত্যন্ত সন্তোষজনক জওয়াব সন্দেহভঞ্জক যুক্তি প্রমাণযোগে দিয়াছেন—(সাহীহ মুসলিম ২ | ২২১)। উহার কিয়দংশ তাফসীর খাযিনে উধৃত হইয়াছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র খাযিনে উধৃত অংশের অনুবাদ দিতেছি এবং উৎসাহী পাঠককে সাহীহ মুসলিমে নাওাভী এর আলোচনা দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম নাওাওী (অফাত ৬৭৬ হিঃ) বলেন, ইমাম মা'যারী রাহিমাহুল্লাহ (অফাত ৫৩৬ হিঃ) বলেন, আহ্‌লুস্ সুন্নাত দলের মায্‌হাব এবং উম্মাতের অধিকাংশ আলিমের মায্‌হাব এই যে, তাঁহারা জাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বাস্তব জগতে অন্যান্য বস্তুর বাস্তব সত্তার ন্যায় জাদুরও বাস্তব সত্তা রহিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ জাদুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, উহার কোন বাস্তব সত্তা নাই এবং জাদু বলিয়া যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা অলীক ধারণা মাত্র।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে (কুরআন মাজীদে) (ক) জাদুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, (খ) যে সব বিষয় শিক্ষালাভ করা হয় জাদু সেই সবের অন্তর্ভুক্ত। আরও আল্লাহ তা'আলা (গ) এমন কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যাহার মধ্যে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, যে সব কারণে মানুষ কাফির হইয়া যায় জাদু সেই সব কারণের অন্যতম। আরও বলা হইয়াছে যে, (ঘ) জাদু দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। যাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই তাহা দ্বারা এই গুলির কোনটিরই সম্পাদন সম্ভব হয় না।

অধিকন্তু (সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত) এই হাদীসটি (যাহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ঘটনাটি বিবৃতি হইয়াছে) (ক) স্পষ্টভাবে জাদুর অস্তিত্ব বর্ণনা করে এবং ইহা জানাইয়া দেয় যে, (খ) ঐ জাদুতে কতিপয় বস্তু ব্যবহৃত হইয়াছিল; (গ) ঐগুলি (কুয়ার তলদেশে) পুতিয়া রাখা হইয়াছিল এবং (ঘ) ঐগুলি বাহিরও করা হইয়াছিল। এই সব ব্যাপার বিপক্ষ দলের উক্তিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল প্রমাণ করে। বস্তুতঃ জাদুর বাস্তব অস্তিত্বকে অসম্ভব বলাই অসম্ভব। [কুরআন হাদীসী এই দালীলগুলি বর্ণনা করি-বার পরে যুক্তি-সিদ্ধ প্রমাণ দিতে গিয়া তিনি বলেন,]

দ্বিতীয়তঃ বিবেক-বুদ্ধি ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, যখন কতিপয় শব্দ এমন বিশেষভাবে যোজনা করিয়া বাক্য রচিত ও উচ্চারিত যাহার অস্বাভাবিক ফল ঐ রচয়িতা আবৃত্তিকারী জাদুকর ছাড়া অপর কাহারও জানা না থাকে, অথবা যখন কতিপয় বস্তু এমন বিশেষভাবে স্থাপিত করা হয় যাহার অস্বাভাবিক ফল ঐ স্থাপনকারী ছাড়া অপর কাহারও জানা না থাকে, অথবা যখন কতিপয় শক্তিকে এমন বিশেষভাবে মিশ্রিত করা হয় যাহার অস্বাভাবিক ফল ঐ মিশ্রিতকারী ছাড়া অপর কেহ অবগত থাকেনা তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষে ঐ রচিত বাক্যগুলির, ঐ বিশেষভাবে স্থাপিত বস্তুগুলির এবং ঐ বিশেষভাবে মিশ্রিত শক্তিগুলির ঐ অস্বাভাবিক ফল সম্পাদন করা মোটেই অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ঐ অস্বাভাবিক ফল সৃজনের একমাত্র অধিকারী ও একমাত্র কর্তা এবং ঐ বাক্য উচ্চারণ, বস্তুসমূহের সংযোজন ও শক্তিসমূহের সংমিশ্রনের ফলে যাহা ঘটে তাহা আল্লাহ তা'আলা যাহার হাত দিয়া ঘটাইবার ইচ্ছা করেন তাহার হাত দিয়াই তিনি ঐ ফল একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটাইয়া থাকেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ব্যাপারটি সম্পর্কে ইমাম নাওাওী বলেন, যাহারা উক্ত ঘটনাটিকে অস্বীকার করিতে চায় তাহাদের যুক্তি এই যে, উহা স্বীকার করিলে তাহাতে নবুওতের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, উহার বিশ্বস্ততায় সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং শারী'আত পালনযোগ্য থাকে না। উহার জওয়াব এই যে, তাহাদের এই যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে যে, লোকদিগকে শারী'আত পৌছান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার ভার এবং তাঁহাকে ঐ ব্যাপারে ভ্রম-প্রমাদ হইতে মুক্ত রাখিবার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেন। কাজেই তাঁহার উপরে জাদুর প্রভাব হইয়া থাকিলেও শারী'আত ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা তাঁহাকে জাদুর প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে, পার্থিব যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি নাবীরূপে প্রেরিত হন নাই তাহাতে তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ ঘটা এবং মানুষ হিসাবে মানুষের যে সব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবস্থান্তর হওয়া প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক, তাঁহার সেই সব অবস্থা হওয়া অসম্ভব ছিল না। যথা, রাগ, সন্তোষ, রোগ, শোক ইত্যাদি হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন না। এই হাদীসে তাঁহার যে অবস্থা হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা এই যে, তিনি কোন একটি কাজ না করিয়াই তাঁহার খেয়াল হইত যে; তিনি যেন উহা করিয়াছেন এবং স্ত্রীর নিকট গমন না করিয়াই তাঁহার ধারণা হইত যে, তিনি যেন স্ত্রীর নিকট গিয়াছেন। এইগুলি সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার! কাজেই দেখা যায় যে, জাদুর ফলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শারী'আত প্রচারে কোনই ব্যাঘাত হয় নাই। সাহীহ মুসলিম গ্রন্থের অন্যতম ভাষ্যকার কাযী'আয়ায (অফাত ৫৪৪) বলেন যে, এই ঘটনা সম্পর্কে এইরূপ রিওায়াতও পাওয়া যায় যে কেবলমাত্র তাঁহার শরীর ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই উপর ঐ জাদুর প্রভাব ও আসর হইয়াছিল। তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি (আকল), অন্তর (কাল্ব) ও ই'তিকাদের উপর ঐ জাদুর কোনই আসর হয় নাই।

এই প্রসংগে হাদীসের এই অংশটি—

يخيل اليه انه يفعل الشئ وما يفعله

এবং ইহার অনুরূপ অপর অংশটি সম্পর্কে ইমাম নাওাওী বলেন, ইহায় এইরূপ অর্থও করা হয় যে, "তিনি কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করিতেন কিন্তু উহা করিতে গিয়া করিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীর নিকট গমন করিবার ইচ্ছা করিতেন কিন্তু গমন করিতে পারিতেন না। অর্থাৎ তাঁহার অংগ প্রত্যংগ শিথিল ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। নাসাঈ হইতে যে হাদীসটি এই সম্পর্কে পূর্বে উধৃত করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, "ঐ জাদুর ফলে তিনি কয়েক দিন অসুস্থ থাকেন"। ঐ হাদীস দ্বারাও এই ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সাহীহ মুসলিম ২।২২১ পৃষ্ঠায় ইমাম নাওওীর ব্যাখ্যা দেখুন।

সিহ্‌র বা জাদুর সাহিত্যগত অর্থ ও ব্যবহারিক তত্পর্য

সিহ্‌র (سحر) শব্দের মূল অর্থ 'গোপনীয় বিষয়' আরবী সাহিত্যগত অর্থে সিহ্‌র বলিতে এমন ঘটনা সম্পাদন বুঝায় যাহার মূল কারণ সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা যায় না। কাজেই সিহ্‌র শব্দটি ব্যাপক অর্থে অস্বাভাবিক ফল দায়ক তন্ত্রমন্ত্র, সাধারণ জ্ঞানের অতীত ভেলকিবাজী, হাতের সাফাই, চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য সম্পাদন, কোন বস্তুযোগে সাধারণ জ্ঞানের অতীত কোন কার্য সাধন এমন কি নাবী রাসূলদের মু'জিযার প্রতিও প্রযোজ্য হইতে পারে। এই কারণেই মিসর রাজ ফির'আওন হায্‌রাত মূসা আঃ এর মু'জিযা দুইটিকে জাদু এবং হাযরাত মূসা আঃ ও হায্‌রাত হারুন আঃ কে যাদুকর আখ্যা দিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পান। ঠিক ঐ একই কারণে ও একই উদ্দেশ্যে আরবের মুশ্‌রিকেরা কুর্‌আন মাজীদের অস্বাভাবিক আসর দেখিয়া উহাকে জাদু এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হাযরাত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদুকর আখ্যা দিয়াছিল। বস্তুতঃ বাহ্য দৃশ্যে সিহ্‌র, মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে ঘটনা হিসাবে কোনই পার্থক্য নাই।

সিহ্‌র এর শারী'আতগত (شرعى) অর্থ—

ইসলামী শারী'আত মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলিকে সম্পাদন কারীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। উহা এইরূপ:

(এক মু'জিযা)—'আল্লাহ তা'আলা একমাত্র মা'বুদ এবং তিনিই সকল ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী'—এই বিশ্বাস যাঁহার অন্তরে দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে তিনি যদি আল্লাহতা'আলার যথারীতি ইবাদত ও প্রশংসা-যিকর করতঃ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার ঐ প্রার্থনার ফলে আল্লাহতা'আলা যদি তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার দ্বারা কোন অসাধারণ ঘটনা সম্পাদন করান তবে ঐ ঘটনাটি যাঁহার দ্বারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্পাদিত হয় তিনি যদি নিজেকে নাবী বা রাসূল বলিয়া দাবী করেন তাহা হইলে ঐ ঘটনাকে বলা হইবে মু'জিযা।

(দুই) কারামাত—উল্লিখিত ব্যক্তি যদি নিজেকে নাবী বা রাসূল বলিয়া দাবী না করেন, বরং নিজেকে কোন পয়গম্বরের অনুসরণকারী বলিয়া দাবী করেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনাকে বলা হইবে কারামাত।

(তিন) জাদু—পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়া কোন মানুষকে বা কোন জিন্নকে বা কোন মালায়িকাকে বা কোন গ্রহ উপগ্রহকে বা কোন নৈসর্গিক শক্তিকে বা অন্য কোন মাখলূককে ক্ষমতার মূল মালিক ও সর্বেসর্বা বলিয়া বিশ্বাস করে এবং উহার বন্দনা ও স্তবস্তুতি দ্বারা উহার সাহায্য প্রার্থনা করে তবে ঐ ক্ষেত্রে সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা যদি ঐ ব্যক্তির অভিলষিত ও আকাংখিত অসাধারণ ঘটনাটি ঐ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করান তাহা হইলে ঐ ঘটনাটিকে বলা হইবে ইস্তিদরাজ (استدراج) বা 'আল্লাহ তা'আলার প্রশ্রয় ও আশকারা দান' এবং ঐ প্রক্রিয়াকে বলা হইবে জাদু। এই জাদুকেই হাদীসে সপ্ত-ধ্বংসকারী মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

জাদুর প্রভাব ও ফল—জাদুর মধ্যে যে সব মাখলূকের বন্দনা ও স্তবস্তুতি করতঃ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তাহাদের কাহারও কোন লোকের উপকার বা অপকার করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কারণ উপকার-অপকার, মঙ্গল-অমংগল সব কিছু সম্পাদনের মালিক হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তারপর কোন ব্যক্তি যখন জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা যে ক্ষেত্রে ঐ জাদু যোগে প্রার্থিত ব্যাপারটি মনযূর করিবার ইচ্ছা করেন সে ক্ষেত্রে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রার্থিত ব্যাপারটি মনযূর করেন; আর যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জাদুর আশ্রয় গ্রহণ কারীকে তাহার প্রার্থিত ব্যাপার হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইচ্ছা করেন সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ঐ জাদুকারীর প্রার্থিত ব্যাপার মনযূর করেন না। ফলে ঐ ব্যাপারটিও আর ঘটে না। ফল কথা, জাদু দ্বারা প্রার্থিত ব্যাপার ঘটা ও না ঘটা আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। উল্লিখিত জাদুর মধ্যে শির্কী ও কুফরী কালাম থাকে বলিয়া এবং জাদুযোগে আল্লাহ ছাড়া অপরের স্তবস্তুতি করিয়া উহাদের কৃপা ও করুণা ভিক্ষা করা হয় বলিয়া কোন মুসলিম এইরূপ জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাকে শারী'আত অনুযায়ী মুরতাদ্দ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইমাম শাফি'ঈ এর মতে কোন জাদুর ফলে প্রাণনাশ, কোন জাদুর ফলে রোগ ব্যাধির আক্রমণ এবং কোন জাদুর ফলে কষ্ট যাতনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ সব জাদু গুরুত্বে একরূপ নয়। কাজেই তাঁহার মত এই যে, জাদুকরকে তাহার জাদুর ফল অনুযায়ী কাহাকে মৃদু এবং কাহাকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের মতে জাদুকরকে হত্যা করা হইবে। ইমাম আবু হানীফার মতও প্রায় তদ্রূপ। কাজেই দেখা যায়, এই ইমামগণ জাদুর শুধু অস্তিত্ব ও সত্তাই স্বীকার করেন নাই; বরং জাদু সম্পর্কে ক্ষেত্র বিশেষে নানা প্রকার শাস্তি দানের হুকুম দিয়াছেন।

জাদুর বাস্তব সত্তা সম্পর্কে অনেকেরই অনেক ঘটনা জানা থাকিতে পারে। আমার জানা একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। আমার খালুজান আমাকে তাঁহার নিজের জীবনে নিজের জাদুর কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, মল্লযোদ্ধা কুস্তিগীর হিসাবে আশ পাশের গ্রামগুলিতে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কাজেই বহু পাহলোয়ানের সাথে তাঁহাকে লড়াই করিতে হইত। এক সময়ে পাশের গ্রামের লোকেরা একজন বিরাটকায় পাহলোয়ান আনাইয়া তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িবার জন্য খালুজানকে আহ্বান জানাইল। উভয় গ্রামের মাঝে প্রায় চারি পাঁচ শো গজ খালি যায়গা ছিল। উহা কুস্তির আখাড়ারূপে নির্ধারিত হইল। "লড়াই আরম্ভ হইলে"—খালুজান বলেন—"বাবা, ঐ লোকটি আমার ঘাড়ের উপর দিয়া আমার পিঠে এমনভাবে চাপিয়া ধরিল যে, আমার ভয় হইল যে,

www.ahlehadeethbd.org

আমার পিঠ ভাংগিয়া ফেলিবে। আমার দুই হাত সে তাহার দুই হাত দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। আমি কোন মতে আমার বাম হাত ছাড়াইয়া ঐ হাত দিয়া কিছু ধুলা উঠাইয়া লইলাম এবং জাদুমন্ত্র পড়িয়া ঐ ধুলায় ফুঁ দিয়া কোন মতে ঐ লোকটির পিঠে ঐ ধুলা ঘষিয়া দিলাম। তারপর ঐ লোকটির ওযন আমার নিকট পাঁচ সেরও রহিল না। আমি তখন তাহাকে উঠাইয়া তাহার দলের দিকে ছুড়িয়া মারিলাম। সে কয়েক জন লোকের উপরে গিয়া পড়িল এবং তাহাতে ঐ লোকগুলি বিশেষ ব্যথা-বেদনা পাইল। লোকটি তাহার দলের লোকের বহু পীড়াপীড়ি সত্বেও আমার সংগে দ্বিতীয়বার লড়িতে মোটেই রাযী হইল না।" তারপর খালুজান বলেন, "বাবা হজ্জ করিতে গিয়া ঐ সব জাদু হইতে তাওবা করিয়া শির্কী জাদু সব ছাড়িয়া দিয়াছি। ঐগুলি হইতে যাহাতে কুফর শিরক নাই তাহা আমি আলিমদের অনুমতি ক্রমে এখন আমল করিয়া থাকি।" এই বলিয়া তিনি আমাকে জিন্ন ছাড়াইবার দু'আ, পেটের ব্যাথা ভাল হইবার দু'আ ও রাত্রিকালে চোর হইতে বাড়ী হিফাযাতের দু'আগুলি শোনান এবং ঐ গুলি পড়িলে কোন গুনাহ হইবে কি না তাহা আমাকেও জিজ্ঞাসা করেন।

জাদু ছাড়া আরও কতিপয় উপায়ে সাধারণের অবোধগম্য ঘটনা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, হাতের সাফাই বা ভেল্‌কিবাজী দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন প্রকার ম্যাজিক জাতীয় কাজ। এই গুলির উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ ইহা প্রায় সকলেরই জানা ব্যাপার। এই ধরণের কাজগুলি শারী'আতী-অর্থে সিহর বা জাদুই নয়। কিন্তু এই গুলিরও মূল কারণ জনসাধারণের অবোধগম্য হওয়ার কারণে শারী'আতী 'সিহর' পরিভাষাটির ব্যবহার শিথিল করিয়া এইগুলিকে সিহর বা জাদু নামে উল্লেখ করা হয়। এই ব্যাপারগুলির সম্পাদন ব্যাপারে শিরক বা কুফর জড়িত না থাকায় এইগুলির ব্যবহার ও অনুশীলন কুফর না হইলেও বিনা প্রয়োজনে এইগুলিতে লিপ্ত হওয়া অবস্থা বিশেষে লাগও (لغو) বা অনর্থক কাজের আওতায় পড়ে। কাজেই মু'মিনের পক্ষে উহা হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

মু'আওওিযাতান সূরা দুইটি সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন রহিয়াছে। তাহা এই যে, এই সূরা দুইটির ব্যাখ্যা প্রসংগে তাফসীরকারগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ঘটনাটি উত্থাপন ও বর্ণনা করেন কেন? এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়া আমরা এই আলোচনা আপাততঃ শেষ করিতেছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ঘটনাটির প্রথম অংশ বিস্তারিত ভাবে এবং শেষ অংশ সংক্ষেপে সহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি। ঐ ঘটনাটির শেষ অংশের বিস্তারিত বিবরণ এখন আমরা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ ও তাফসীর গ্রন্থ হইতে পেশ করিব এবং তাহা হইতে 'মু'আওওিযাতান' এর সহিত এই ঘটনার সম্পর্ক ও সংলগ্নতা বুঝা যাইবে।

ইব্‌নু কাসীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে সূরা 'আল্‌-ফালাক' এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সুবিখ্যাত মুফাস্‌সির আবু ইস্‌হাক অহ্‌মাদ ইব্‌নু ইব্‌রাহীম আস্‌-সা'লাবীর (১)

وصنف التفسير الكبير الذى فاق غيره من التفاسير ٥

তিনি তাফসীর বিদ্যায় তাঁহার যুগে বেনযীর ছিলেন। তিনি এমন একটি বিশাল তাফসীর রচনা করেন যাহা অপর সকল তাফসীরের উর্ধ্বে।

(১) এই মুফাস্‌সির সা'লাবী সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জীবনী লেখকগণ বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহার তাফসীর জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্‌ন্ খাল্লিকান তাঁহার সম্বন্ধে বলেন,

كان اوحد زمانه في علم التفسير

www.ahlehadeethbd.org

(অফাত ৪২৭ হিঃ) বরাত দিয়া বলেন যে, আল্-উসতায্, আল্ মুফাস্সির স'লাবী তাঁহার তফসীর গ্রন্থে বলেন যে; হায্রাত ইব্নু আব্বাস ও হায্রাত আয়িশা বলেন, "য়াহূদীদের একটি বালক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কাজ কর্মের জন্য চাকর নিযুক্ত ছিল। কয়েক জন য়াহূদী ঐ বালকটির সাহায্যে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথার চুল আঁচড়াইবার সময় উঠিয়া যাওয়া কিছু চুল এবং তাঁহার চিরণীর কয়েকটি দাঁত সংগ্রহ করে। অনন্তর ঐ য়াহূদীরা উহা যোগে তাঁহাকে যাদু করে।" ইহার পরে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার অনুরূপ বিবরণ দিবার পরে বলেন, "রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঐ দুই মালায়িকার কথোপকথন শুনিয়া জাগ্রত হন। তারপর তিনি হাযরাত আলী, হায্রাত যুবায়র ও 'আম্মার ইব্নু য়াসারকে ঐ কুয়ার নিকট পাঠান। অনন্তর তাঁহারা ঐ কুয়ার পানি সেচন করেন। তারপর পাথরটি উত্তোলন করিয়া খেজুর মঞ্জরীর কোষপাত্রটি বাহির করেন। অনন্তর উহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল আচড়ানো কালে উঠিয়া যাওয়া কিছু চুল, তাঁহার চিরণীর কয়েকটি ভাংগা দাঁত ও এক খণ্ড তাঁত (চামড়ার সুতার মত টুকরা) দেখা যায়, ঐ তাঁতে বারোটি গিঁঠ ছিল এবং প্রত্যেক গিঁঠের মধ্যে একটি করিয়া সূচ বিদ্ধ করা ছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি আসাল্লাম সূরাহ্ আল্ফালাক ও সূরাহ্ আন্নাস এর এক একটি আয়াত পড়িতে থাকেন এবং তাহাতে একটি একটি করিয়া গিঁঠ খুলিতে থাকে এবং শেষ গিঁঠটি খুলিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হাল্কা বোধ করেন। তার-পর তাঁহার অবস্থা এমন হয় যে, তিনি যেন কোন বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।" 'নাফ্ফাসাত ফিল্ 'উকাদ' এর মধ্যে যে 'উকাদ' বা গিঁঠগুলির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা এই সূরা দুইটি পড়ার ফলে খুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া এই সূরা দুইটির ব্যাখ্যা প্রসংগে এখানে আরও বলা হইয়াছে যে, "ঐ সময়ে হাযরাত জিবরীল এই দু'আ পড়িতে থাকেন:

بسم الله ارقيك من كل شئ يوذيك
من حاسد وعين' الله يشفيك •

আল্লার নাম লইয়া আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করিতেছি যাহা কিছু আপনাকে কষ্ট দেয় তাহার প্রত্যেকটি হইতে—হিংসুক হইতে ও বদ নযর হইতে। আল্লাহ আপনাকে শিফা দিবেন ও রোগমুক্ত করিবেন।" এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করিবার পরে মুফাস্সির ইব্নু কাসীর বলেন, ইহা তিনি বিনা সানাদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার কোন কোন অংশ গরীব (অর্থাৎ কোন এক স্থানে রাবী মাত্র একজন রহিয়াছে), কোন কোন অংশ মুন্কার (অর্থাৎ সাহীহ হাদীসের বিরোধী) এবং কোন কোন অংশ সাহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত।" কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে ঐ অংশগুলি নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই।

যাহা হউক, অনুরূপ রিওয়ায়াত ইমাম সুয়ূতী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইবনু মারদুয়ায়হ ও বায়হাকীর দালায়িলুন্ নুবুওতের বরাত দিয়া উল্লেখ করেন।

'নাফ্ফাসাত ফিল্ 'উকাদ' এর মধ্যে যে 'উকাদ' বা গিঁঠগুলির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা এই সূরা দুইটি পড়িবার ফলে খুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাফসীর-কারগণ এই সূরা দুইটির ব্যাখ্যা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জাদু করার ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ॥

অমর কবি হাফেজ

[সঙ্কলন : আহ্‌-ইসলাম, ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ : বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে]

هرگز نمیرد دلش زنده شد بعشق
ثبت است برجریدهٔ عالم دوام ما!

'যাহার হৃদয় প্রেমে জাগ্রত হইয়াছে, সে কখনও মরে না। জগত পৃষ্ঠায় আমাদের অমরত্ব স্থির নিশ্চিত।"—হাফেজ

কবিতা এবং প্রকৃত কবিতা—মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম প্রবৃত্তিনিচয়কে জাগরিত এবং সম্মোহিত করে। সাহিত্য প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতির কিছু না কিছু আছে। কিন্তু মনে হয়, প্রকৃতি যেন পারস্য দেশের প্রতিই এ বিষয়ে অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে। পারস্যের নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতি, নানা জাতীয় পুষ্পসৌরভে আমোদিত স্নিগ্ধ মধুর বসন্ত, গুল্মলতা সমাচ্ছন্ন সবুজ গিরিশ্রেণী, মৃদুমলয় পরশে ঈষদান্দোলিত শস্যশ্যামল প্রান্তর সমূহ, পল্লব-পুষ্পমালা পরিশোভিত তরুরাজি, নির্ম্মল খরস্রোত উৎস সমূহ, বিভিন্ন বর্ণে সজ্জিত সুরম্য উদ্যানরাজি এবং প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি বুলবুলের মোহন তান—সৌন্দর্য্যোপাসনা প্রবৃত্তি এবং কাব্য রচনা শক্তির উন্মেষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত স্থান আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এইজন্যই পারস্য কাব্যের এত সৌন্দর্য্য এবং এত উৎকর্ষ যে, জগতের কোন জাতির কবিতারই তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না।

পারস্য কাব্য-সাহিত্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কসিদা, মাসনভী এবং গজল ইত্যাদি। কসিদাতে সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষের গুণকীর্তন অথবা দোষবর্ণন হইয়া থাকে, মাসনভীতে ঐতিহাসিক বিবরণ, পৌরাণিক উপাখ্যান এবং প্রেমিকদিগের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয় এবং গজলে কবি স্বীয় হৃদয়ের আশা, নৈরাশ্য ও সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই গজলই পারস্য কাব্যের প্রাণ এবং ইহাতেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব।

পারস্য কবিদিগের মধ্যে গজল লেখকের সংখ্যা অধিক হইলেও সাদী, খেসরো (খুসরু?) হাফেজ, ফোগানী, জামী এবং সায়েব প্রভৃতির ন্যায় গজল লেখক—যাঁহারা নূতন নূতন ভাব ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া পারস্য সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন—খুব কম। ইহাদিগের মধ্যে আবার হাফেজই অধিকাংশের মতে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। ইউরোপীয় সাহিত্যিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, খাজা হাফেজের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং প্রত্যুৎপন্নমতি কবি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পারস্য কাব্যের অন্যতম স্তম্ভ—মৌলানা জামী, খাজা হাফেজকে لسان الغيب (স্বর্গের বাণী) এবং ترجمان الاسرار (রহস্যোদ্‌ঘাটক) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ হাফেজ স্বর্গীয় প্রেমের সূক্ষ্মতম ভাবগুলি এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ এরূপ সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী ভাষার বর্ণনা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যেন স্বর্গীয় দূত আসিয়া কবির কানে কানে এই কথাগুলি কহিয়া যাইতেছে;—

کس چوں حافظ نکشود از سر اندیشہ نقاب
تا سر زلف عروسان سخن شانہ زدند!

"কবিতা সুন্দরীর প্রসাধনের পর, তাহার বিশ্ব-বিমোহন মুখচন্দ্রমা হইতে, হাফেজের ন্যায় বিচক্ষণতার সহিত অন্য কেহই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে সমর্থ হয় নাই।"

কবির নাম মোহাম্মদ, উপাধি শামসুদ্দীন এবং তাখাল্লোস (تخلص) হাফেজ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নেহাবন্দ নগরের নিকটবর্ত্তী সারকান নামক পল্লীতে বাস করিতেন। হাফেজের পিতামহ পল্লিবাস পরিত্যাগ পূর্বক সিরাজ নগরে আগমন করিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় ও সততা গুণে অনতিকালের মধ্যে ঐশ্বর্য্যলাভ এবং জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হন।

অনুমান ৭১৫ হিজরী সনে শীরাজ নগরে হাফেজের জন্ম হয়। তদানীন্তন প্রথানুযায়ী সর্বপ্রথম তাঁহাকে কোরআন মজিদ কণ্ঠস্থ করিতে হইয়াছিল, তিনি অষ্টম বর্ষে কোরআন মজিদ সমাপ্ত করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ফেকাঃ ও তাফসীর শাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অধ্যাপক শামসুদ্দীন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি হাফেজের পাঠানুরাগ এবং প্রতিভায় এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বীয় উপাধিটি (শামসুদ্দীন) তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে হাফেজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শীরাজের শাসনকর্তা শাহ আবু এসহাকের রাজস্ব সচিব বিদ্যোৎসাহী কেওয়ামুদ্দৌলা তাগ্চী হাফেজের জ্ঞানগরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া একটি উচ্চদরের মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া হাফেজকে উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে বরণ করিলেন। অনেক দিন যাবৎ হাফেজ এই বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ফেকাঃ ও তাফসীর শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে শীরাজ নগরে খাজু নামে একজন ঋষীকল্প কবি বাস করিতেন। হাফেজ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন, এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উপদেশ এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। উত্তর কালে হাফেজ কাব্য শাস্ত্রের সর্বসম্মত গুরুরূপে সম্মানিত হইয়াও সর্বদা সাধু খাজুকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

মহাত্মা সাদীর সময় পর্যন্ত পারস্য কবিতা কেবল প্রেমিকের আনন্দোচ্ছাসে অথবা নিরাশ প্রাণীর তপ্তশ্বাসে পর্য্যবসিত ছিল। শায়েখ সাদী সর্ব প্রথম পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রেমের সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ-পূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া দেশবাসীর হৃদয় তন্ত্রীগুলিকে নূতন সুরে বাজাইয়া তোলেন। খাজা হাফেজ যখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার অল্পদিন পূর্বে মহাকবি সাদীর মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সমগ্রদেশ সাদীর যশোগানে মুখরিত ছিল। সাদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার কবিতার ন্যায় কবিতা লিখিতে সকলেই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাকবি অবলম্বিত প্রণালী যেরূপ মনোরম

www.ahlehadeethbd.org

এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাঁহার অনুসরণ ও অনুকরণও সেইরূপ আয়াসসাধ্য ছিল।*

মহা কবি স্বয়ং তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতায় এ বিষয়ে আভাষ দিয়া গিয়াছেন!

در کفے جام شریعت - درکفے سندان عشق
هرهور سنائے ندا ند جام وسندان باختن

এই জাম ও সেন্দানের খেলায় অথবা উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক কবিতা রচনায় যদি কেহ সাদীর সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন তবে তিনি খাজা হাফেজ। সাদীর অনুকরণে তিনি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে অল্পদিনের মধ্যেই আধ্যাত্মিক কবিতার এই নব রোপিত চারা গাছটি ফুল্লকুসুমিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল, এবং সাদীর প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র উদ্যানটি তখন নব পুষ্প পল্লবে মণ্ডিত হইয়া নন্দন কাননের শ্রী ধারণ করিল।

হাফেজের কবিতার রসাস্বাদনে সমগ্র দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পারস্যের বাহিরে অন্যান্য দেশেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। বিভিন্ন দেশবাসিগণ তাঁহাকে লাভ করার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজন্যবর্গ তাঁহাকে রাজ কবি রূপে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া উঠিলেন, এবং প্রধান প্রধান রাজ দরবারের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট অনুরোধ পূর্ণ নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ হইল। কিন্তু এই কাব্য জগতের রাজা স্বদেশ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া কোন রাজদরবারে যাইতে সম্মত হইলেন না।

বাগ্‌দাদের শাসনকর্তা সোলতান আহমদ হাফেজের কবিতার বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন। এই গুণগ্রাহী সোলতান একবার তাঁহাকে বাগ্‌দাদ আগমন করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি এই বলিয়া অব্যাহতি লাভ করেন যে—

گرچه دوریم بیاد تو قدح می نوشیم
بعد منزل نبود در سفر روحانی

"যদিও দূরে আছি, তথাপি তোমারই স্বাস্থ্য পান করিতেছি। আত্মার মিলনে শারীরিক দূরত্ব বাধা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

এসফেহানবাসীগণও বারম্বার তাঁহাকে আহ্বান করেন, কিন্তু কবি আপত্তি করিলেন যে—

نمی دهند اجازت مرا به سیر وسفر
نسیم کشت مصلای وآب رکنا باد

"মোসাল্লা উপবনের মৃদুমলয় এবং রোকনাবাদ উৎসের নির্ম্মল সলিল আমাকে অন্যস্থানে যাইতে অনুমতি দেয় না।"

দক্ষিণ ভারত হইতে সোলতান মাহমুদ বাহমনী হাফেজের নিকট নজর স্বরূপ কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সোলতান মাহমুদের বিদ্যানুরাগী মন্ত্রী মীর ফজলুল্লাহ হাফেজের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর অনুরোধে এবং সোলতানের আগ্রহাতিশয্যে কবি দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতে সম্মত হইলেন। মহাকবিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সোলতান একখানি সুসজ্জিত জাহাজ প্রেরণ করেন। হোরমোজ বন্দরে হাফেজ এই জাহাজে আরোহণ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ উপকূল ছাড়িয়া অধিক দূরে অগ্রসর না হইতেই ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল। জাহাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াও দৈবক্রমে রক্ষা পাইল। হাফেজ তীরে অবতরণ করিলেন, এবং ভারত আগমনেচ্ছা

---

* খাজুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও গজল কাব্যে সাদীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিতেছেন :-

استاد غزل سعدی ست پیش همه کس
دارد سخن حافظ طرز سخن خاجو

অর্থাৎ সাদীই গজল কাব্যের সর্ব্ববাদী সম্মত ওস্তাদ, কিন্তু হাফেজের কাব্যে খাজুর রচনার ভঙ্গিমা দেখিতে পাওয়া যায়।

—সম্পাদক (আল-ইসলাম)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিত্যাগ করিয়া ফজলুল্লার নিকট একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার একটি শ্লোক এই রূপ :—

بس آسان مي نمود اول غم دريا ببوے سود
غلط گفتم که هر موجش بصد گوهر نمی ارزد

"লোভের আশায় সমুদ্রের কষ্ট প্রথমে খুব সহজ মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আমার ভ্রম, সমুদ্রের একটি তরঙ্গ শত মুক্তার বিনিময়েও মহার্ঘ।"

বঙ্গাধিপতি সোলতান গিয়াস উদ্দিনও কবিকে আনয়ন করিবার জন্য বিশ্বাসী ভৃত্য ইয়াকুবকে শীরাজ নগরে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু খাজা সাহেব আগমন করেন নাই। কেবল একটি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার একটি বয়েত এখানে উদ্ধৃত হইল :-

شکر شکن شوند' همه طوطيان هند
زين قند پارسی که ببنگاله میرود

"এই পারস্যের মিষ্টান্নের—যাহা বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছে—রসাস্বাদন করিয়া ভারতীয় তোতা-কুলের (কোকিল কুলের) কণ্ঠ মধুর হইবে।"

খাজা হাফেজ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একজন কৈশোরের প্রারম্ভেই পিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যান। দ্বিতীয় পুত্রের নাম শাহ নো'মান ছিল। ইনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বোরহানপুর নগরে ইহার মৃত্যু হয়। বোরহানপুর দুর্গ এখনও ইহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিজরী ৭৯১ সনে, ৭৬ বৎসর বয়সে অমর কবি হাফেজ এই মরলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করেন। মোসল্লার উপবন এবং রোকনাবাদের প্রস্রবণ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। তিনি বলিয়াছেন :-

بده ساقي' مے باقي' که در جنت
نخواهي يافت
کنار آب رکنا باد وگلگشت مصلی را

"হে সাকী! অবশিষ্ট মদিরাটুকুও দান কর; মোস'ল্লার কুঞ্জবন এবং রোকনাবাদের প্রস্রবণ (এর ন্যায় মদিরা পান করিবার উপযুক্ত স্থান) স্বর্গেও তুমি পাইবে না।"

মৃত্যুর পর ভক্তগণ তাঁহাকে এই উপবনেই সমাহিত করেন—

ع قبر بلبل کی بنے گلزار میں

মোসাল্লা উদ্যানের যে অংশে তাঁহার মাজার রহিয়াছে, অদ্যাবধি তাহা হাফিজিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহার প্রিয়তম 'খাকে মোসাল্লা (خاک مصلی—৭৯১) হইতেই তাঁহার মৃত্যুর তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, একজন সমসাময়িক কবি এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছেন :-

چراغ اهل معني خواجه حافظ
که شمعے بود از نور تجلی
چوں در خاک مصلي ساخت منزل
بجو تاريخش از خاک مصلی

হিজরী ৮৫৫ সনে সম্রাট বাবর শাহের মন্ত্রী মৌলানা মোহাম্মদী কবির সমাধি মন্দিরের উপর একটি সুন্দর গুম্বজ নির্মাণ করাইয়াছেন। করিম খাঁ জেন্দ তাঁহার শাসন কালে মোসাল্লা তপোবনের সংস্কার করেন এবং তথায় দরবেশ (ব্রহ্মচারী) দিগের অবস্থান করিবার সুবিধার জন্য একটি আশ্রমও প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি একখণ্ড সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের উপর একটি কবিতা উৎকীর্ণ করাইয়া সমাধি মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা কবিতার মাত্‌লা (প্রথম শ্লোক)টী পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

مژده وصل توکو کز سرجاں برخیزم
طاير قدسم وز جان جہاں برخيزم

মহাকবি রচিত কবিতাবলীর সমালোচনা করার উপযুক্ত-যোগ্যতার একান্ত অভাব হেতু আমি সেরূপ ধৃষ্টতা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। যোগ্যতম ব্যক্তি এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।*

---

* মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরী প্রণীত 'হয়াতে হাফেজ' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

www.ahlehadeethbd.org

সৈয়েদ নযীর হুসাইন

(১২০-এর পাতার পর)

শাহ সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর ৩ বৎসর ৯ মাস ৪দিন পর মিঞা সাহেব দিল্লী পৌঁছেন। শাহ সাহেবের তিরোধানের পর শাহ ইসহাক সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রহিমিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দেস পদে কার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

এ পর্যন্ত মিঞা সাহেবের আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান হেদায়েতুন্নহু পর্যন্তই ছিল। যেহেতু শাহ ইসহাক সাহেবের ছাত্র দলে ভর্তি হ'তে ছরফ নহুতে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রয়োজন, তাই তিনি পাঞ্জাবী কাটরার মসজিদে ছরফ নহু আয়ত্ত করবার চেষ্টায় ব্রতী হন। এই মসজিদের মুতওয়াল্লী ও অত্র মাদ্রাসার উস্তাদ মওলানা আবদুল খালেক মরহুম শাহ আবদুল কাদের এবং শাহ ইসহাক উভয় বুজর্গেরই একজন নামকরা শাগেরদ ছিলেন। এখানে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। বিধায় তিনি মওলানা আবদুল খালেক সাহেবের নিকট কাফিয়া, মুখতাসারুল মা'আনী, শরহে জামী, শরহে বেকায়া এবং নুরুল আনোয়ার কেতাবগুলো শেষ করেন। ইতিপূর্বে ফছুলে আকবরী ও শাফিয়া মওলানা আখন্দ শের মোহাম্মদ কান্দাহারীর নিকট পাঠ করেন••• মওলানা জালালুদ্দিন হারুবীর নিকট শরহে মুসাল্লাম, হামদুল্লা ও কাযী মোবারক অধ্যয়ন করেন। মুতাউওয়াল, তৌযিহ-তলবীহ, মুসাল্লামুস্ সবুত, তফসীরে বয়যাভী এবং তফসীরে কাশশাফ—সূরা নেসা পর্যন্ত সিরাতে আহমদিয়ার সঙ্কলয়িতা মওলানা কেরামত আলী ইসরাঈলীর নিকট অধ্যয়ন করেন। মওলানা মোহাম্মদ বখশ ওরফে তরবিয়াত খাঁ নামে একজন বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ ছিলেন। মিঞা সাহেব কুতুবে রিয়াজিয়া এবং অঙ্ক শাস্ত্র ইত্যাদি তাঁহার নিকট পাঠ করেন। মকামাতে হারীরী, হামীদী এবং দীওয়ানে মুতানাব্বির শিক্ষা দান কার্যে মওলানা আবদুল কাদের রামপুরী মিঞা সাহেবের উস্তাদ ছিলেন। তা ছাড়া হাদীসের বিভিন্ন অংশও তিনি তাঁর নিকট পড়েছিলেন। আরও একজন উস্তাদ ছিলেন—মোল্লা মোহাম্মদ সাঈদ পেশাওয়ারী। কিন্তু তাঁর নিকট তিনি কি কি কেতাব পড়েছিলেন তা জানা যায় নাই। বিখ্যাত আলেম মওলানা বশীর সাহেবের পিতৃব্য মওলানা হাকিম নেয়াজ আহমদ শাহ সওয়ানীর নিকট ইলমে তিব এর গ্রন্থ 'নফিসি' এবং মা'কুলাতের গ্রন্থ 'মোল্লা হাছান' অধ্যয়ন করেন। ১৩ই রজব ১২৪৩ হিজরী সালে মিঞা সাহেব দিল্লীতে উপনীত হন এবং ১২৪৬ হিজরীর শেষভাগ পর্যন্ত সাড়ে তিন বৎসর কালের সাধনায় আরবী সাহিত্য এবং প্রচলিত সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করে ফেলেন। তারপর গভীর মনোযোগ সহকারে তফসীর, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি হযরত শাহ আবদুল আযীয সাহেবের পাদমূলে বসে জ্ঞান আহরণ করবার যে দুর্বার আকাঙ্খা নিয়ে পাটনা থেকে বহির্গত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সে আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নাই। শাহ সাহেবের ইন্তেকালের পর শাহ ইসহাক সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর এই বিদ্যাপীঠ তদানীন্তন ভারতের হাদীস ও তফসীর শিক্ষাদান কার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়রূপে পরিগণিত হতো। মিঞা ছাহেব হাদীস, তফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের আশায় শাহ ইসহাক সাহেবের ঐ শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন। সেহাহ সিত্তা, তফসীরে বয়যাভী ইত্যাদি কেতাবগুলি তিনি তথায় অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল তিনি তাঁর খেদমতে বসে জ্ঞান সাধনার গৌরব লাভ করেন। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের

হিন্দু ধর্মে নারী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেকালে কোন 'নারী শিক্ষা মন্দির' ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত ও স্বামী নির্বাচনের অধিকার রহিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ গুরুজনেরাই বাল্যে বিবাহ ঠিক করিতেন। (১১ক) তাঁহাদের নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত ব্যক্তির গলেই মাল্যদান করিতে হইত বলিয়া যে দুই একটা (সীতা ও দ্রৌপদী) স্বয়ম্বর সভা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তাহা ছিল বিরাট ফাঁকিবাজি মাত্র। নারী হরণের বাস্তিক পুরাপুরী বিদ্যমান ছিল। এমন কি পরীক্ষায় হারিয়াও পরাজিত প্রার্থীরা পুরস্কার কাড়িয়া লওয়ার জন্য যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

কাহারও সতিত্বে সন্দেহ হইলে তাহাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হইত। রামায়ণের মতে স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র তৃতীয় গতি পিতৃবর্গ; তাহার আর চতুর্থ গতি নাই (অযোধ্যা কাণ্ড, ৩১ সর্গ)। "কৃষক, পতিত জাতি, পশু ও নারী—এ সকলকে কঠিন লৌহবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবে", ইহাই বাল্মিকীর নির্দেশ (সুন্দর কাণ্ড, ৫ম শ্লোক)। মহাভারতে সঙ্গম ব্যাপারে নারীকে গাভীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে (আদি পর্ব, ১২ অধ্যায়)। এই মহা কাব্যের আরও কিছু 'অমৃত সমান' কথা শুনুন। স্ত্রীলোকের স্বভাব অতি চঞ্চল (সভাপর্ব, ৭১ অধ্যায়)। তাহারা প্রায়ই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে (আদিপর্ব, ৭৪ অধ্যায়)। পুরুষ সংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই; তাহারা স্বভাবতঃই পতিপ্রিয়; সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কদাচিৎ একটি পতিব্রতা নারী দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন উহাদের কাম প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়, তৎকালে তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্তা, পুত্র ও দেবরের কিছু মাত্র অপেক্ষা করে না, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে (অনুশাসন পর্ব, ১৯ অধ্যায়)"। ইহার চেয়েও অনেক বিশ্রী কথা আছে, কলমে বাধে বলিয়া লিখিলাম না।

অল্প বয়সে বিবাহ হইত বলিয়া অনেকে স্বামীগৃহে গমনের বা সহবাসের পূর্বেই বিধবা হইয়া যাইত। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে সীতার বিবাহ হয়। বিধবারা কনের গৃহে যাইতে পারিত না। ধর্মসূত্রে নিঃসন্তান বিধবার বিবাহের বিধি আছে। কিন্তু লোকে বাল্যবিধবা ভিন্ন আর কাহারও বিধবা বিবাহ সুনজরে দেখিত না। (১১—খ)

সমাজে সধবাদের খুবই সম্মান ছিল। এই মনোবৃত্তি এতই প্রবল ছিল যে, বন্ধ্যা বিধবারা সহমরণে যাইতে উৎসাহ বোধ করিত। সতীদাহ বাধ্যতামূলক না হইলেও প্রশংসনীয় ছিল। আলেক্সিরটাসের মতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ইহার খুবই প্রচলন ছিল। কেহ স্বেচ্ছায় সহমৃতা না হইলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত। গ্রীকদের মতে এক সময় বিষপ্রয়োগে স্বামী হত্যার এত ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, উহা বন্ধ করার জন্য আইনের সাহায্যে বিধবাদের সহমরণে যাইতে বাধ্য করার দরকার হয়। (১২) রামায়ণে কিন্তু একটা (বাণধ্বজ মুনির পত্নী) ও মহাভারতে দু'টীর (মন্ত্রী ও

(১১—ক) Far from a man being the result of elective affinities between individuals, it was normally arranged by families and consecrated in the childhood of the future husband and wife."—Paul Mason .... Ancient India and Indian civilization. 73; Vedic Culture, 259.

(১১—খ) It was inferior from a moral point of view,"...........193

(১২) Vedic culture, 105; Cambridge

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অঙ্গিরার পুত্রী) অধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুল্ক (কন্যা-পণ) ও যৌতুক (বর-পণ) দুইই প্রচলিত ছিল। এক রাজা জামাতাকে ২০০ হস্তী ও ৭০০০ অশ্ব দান করেন। খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষে মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, কনের মাতা পিতাকে এক জোড়া বলদ যৌতুক স্বরূপ দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হইত। জনৈক ঋষিকে প্রাচীন কালের লোক ও দেবতাদের নিয়ম ও পারিবারিক আইনের দোহাই পাড়িয় শুল্ক গ্রহণের সমর্থন করিতে দেখা যায়।

পতির স্থান ছিল কল্পনাতীত উচ্চে। মহাভারত আছে; "পতিই নারীর দেবতা ও এক মাত্র গতি (বনপর্ব, ২৩১ অঃ)। শাস্ত্রে কথিত আছে, পিতা কিম্বা পতিই নারীর একমাত্র গতি (উদযোগ পর্ব ১৭৪ অঃ)

পতি ভিন্ন নারীর অন্য গতি নাই (বন পর্ব, ২৩২ অঃ)। বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ভর্তা স্ত্রীকে যে আজ্ঞা করিবেন, ধর্মই হউক আর অধর্মই হউক, নারীকে অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে (অদ পর্ব, ১১২ আঃ)। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ (শান্তি পর্ব, ৩২০ অঃ)। কাজেই স্ত্রীর উপর স্বামীর পূর্ণ প্রভুত্ব থাকিত। তিনি তাহাকে বাঁধা রাখিতে ও দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন নতুবা মাত্র এক পঞ্চমাংশের মালিক হইয়াও যুধিষ্ঠির অন্য দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় বাঁধা রাখিতে বা রামচন্দ্র ভাতের করে সীতাকে সমর্পণের কল্পনা করিতে পারিতেন না।

মহাভারতেই আমরা প্রথম দীর্ঘতমা মুনি ও শ্বেতকেতুর মুখে পর দার গমন ও পর পুরুষ ভজনের নিন্দা শুনিতে পাই। (১৩) স্পষ্টতঃ তৎপূর্বে এগুলি পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত না। (মেগাস্থিনিসের মতে স্বামীর দোষে স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে লোকে তাহার নিন্দা করিত না। শ্বেতকেতুর বিধানের ফলে এক দিকে যেমন প্রাচীন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত হয়, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা তেমনি খর্ব হয় ও পুত্রার্থ ব্যভিচার বাধ্যতামূলক হইয়া যায়।

লোকে নিজেকে দাস হিসাবে বিক্রয় করিতে পারিত। দুর্বিপাকের সময় পুত্র-কন্যাকেও বিক্রয় করা চলিত। অরিষ্টবুল তক্ষশীলার বাজারে কন্যাদায় গ্রস্ত দরিদ্র লোককে মেয়ে বিক্রয় করিতে দেখিতে পান। তাঁহার সেনাপতি নিয়ার্কাস কয়েক জাতীয় ভারতীয়ের মধ্যে মল্ল যুদ্ধে কন্যাকে বাজি রাখিতে দেখেন। (১৪)

কৌটিল্য বেশ্যাবৃত্তিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করেন। মাসে তাহাদের দুই দিনের উপার্জন রাজস্ব লইয়া তিনি ক্রীতদাসী ও বেশ্যাদিগকে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ছলাকলা শিখাইবার ব্যবস্থা করেন এবং বেশ্যাদেরকে প্রাসাদে ও রাজ দরবারে পরিচারিকা, অঙ্গমর্দনকারিণী প্রভৃতি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেন। ফলে সমাজ দেহে বিস্ফোটের সৃষ্টি হয়। এই সময় ক্রীত দাসীদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে বলিয়া মনে হয়। প্রভুর শয্যা ভাগিনী হইলে তাহারা স্বাধীনতা পাইত। চন্দ্রগুপ্ত একটা নারী রক্ষী বাহিনীও গঠন করেন। প্রাসাদে তাঁহার দেহরক্ষা ও তাঁহার বিরাট হ্যারেম পাহারা দেওয়া ছিল ইহাদের কাজ। (১৫)

শ্রৌতযুগে নারীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে; আইন সংক্রান্ত ব্যাপারেই এই অবনতি বিশেষরূপে প্রকট। (১৬) মনু সংহিতা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১ম, বিষ্ণু পুরাণ ৩য়, যাজ্ঞবল্ক ৪র্থ ও নারদ ৫ম শতাব্দীর রচনা। মনুসংহিতায় আমরা কন্যা গমনকারী জনক (৩—১৫৮), ভার্য্যা ও অপত্য বিক্রেতা স্ত্রীহত্যা উপপাতক (১১—১৭)। শূদ্রার সহিত বিলাসিতাকারী

History of India, vol. I, 414—5.

(১৩) কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ১০৪ ও ১২২ অধ্যায়।

(১৪) Cambridge history of India, 481.

(১৫) Arthasastra, Book I, ch, xx; Bk II, ch. xxviii.

(১৬) "The obdurate stand taken by the early saustrists could not but nave

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্রাহ্মণ (৩—১৯১), পরপূর্বা (স্বজাতিয়া স্বামী ছাড়িয়া অন্য পুরুষ ভজনা কারিণী) নারী (৫—১৬৩), পুনর্ভূরূপ পত্নী অর্থাৎ বালক স্বামী দেখিয়া বিরাগে কিছুকাল পর পুরুষ ভজনা করিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন কারিণী স্ত্রী (৯—১৭৬), স্বামী ত্যাগ করিয়া পর পুরুষ গামিনী পবিত্রা ধনী কন্যা (২—৩৭১), (বিদুরথ রাজার স্ত্রী, কাশীরাজ পত্নী প্রভৃতি) স্বামী ঘাতিনী নারী (৭—১০৩), অবাধে উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষ ভজন কারিণী অপকৃষ্ট জাতিয়া রমণী (২—৩৬৫), সমজাতিয়া সকামা রমণী ভজনকারী পুরুষ (৮—৩৩৬), ব্রহ্মচারীর স্ত্রী সম্পর্ক ও জায়ার উপপতি (৩—১৫৫), কুন্ড (স্বামী বর্তমানে জারজ) ও গোলক (স্বামীর মৃত্যুর পর জারজ) সন্তান (৩—১৫৬, ১৭৪), কামজ সন্তান (৯—১৪৩), বিধবাতে বা অক্ষম পতি সত্বে সধবাতে গুরু জনের নিয়োগ ক্রমে দেবর বা যেকোন সপিণ্ড কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান, গোপনে স্ত্রীর সেই বিক্রেতা স্বামী (২—৩৬১), মন্তপা, স্বেচ্ছায় বহু পর পুরুষ গামিনী ও গর্ভপাত কারিণী নারী (৫—৯০) প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই। নারী জাতির চরম অধঃপতনের এতদপেক্ষা বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মনুর মতে "ক্ষেত্রভূতাস্মৃতানারী" অর্থাৎ স্ত্রী শস্য ক্ষেত্রের তুল্য (৯—৩৩)। পরের ক্ষেতে কেহ বীজ বপন করিলে, ঐ ধান্যাদি শস্য যেমন কেবল ক্ষেত্র স্বামীরই হয়, বীজ বপনকারীর নহে (৯—৪৯) এবং গাভী, উষ্ট্রী, মহিষী প্রভৃতিতে অন্যের বৃষভাদি যোগে উৎপন্ন বৎসাদি যেমন গাভী প্রভৃতির মালিকের হয়, বৃষভাদির স্বামীর নহে, সেইরূপ পর স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানও ক্ষেত্র স্বামীরই হয়, উৎপাদকের নহে (৯—৪৮, ৫১)। বিবাহ না করিয়া অপাত্যো উৎপাদকও এক প্রকার ভর্তা (৯—৩২) ক্ষেত্রজ পুত্রের সমর্থনে কি সুন্দর ওকালতি!

মনু বলেন, "প্রজনর্থেং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্ট"; অর্থাৎ গর্ভধারণের জন্যই রমণীর সৃষ্টি (৯—৯৬); "স্বভাব এষ নারীনাং নরানামিহ দূষণম্" অর্থাৎ ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই নারীদের স্বভাব (২—২১৩); শয়ন, উপবেশন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও ঘৃণিত ব্যবহার স্ত্রীলোকদের স্বভাবগত (৯—১৯)। 'তাহারা সৌন্দর্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধও দেখে না; সুরূপ হউক বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই তাহাকে সম্ভোগ করে (৯—১৪); পরপুরুষ দর্শন মাত্রই তাহাদের সহিত ক্রীড়া করার জন্য স্ত্রীদের ইচ্ছা করে; এজন্য এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবতঃ স্নেহশূন্যতাবশতঃ যত্নে রক্ষিতা হইলেও তাহারা ভর্তৃবিরুদ্ধ কুকার্যে লিপ্ত হয় (৯—১৫)।

মনু ঘোষণা করেন:

নদস্ত স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈ রিতি ধর্মোব্যবাহিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহ নৃতমিতি। স্থিতিঃ
৯—১৮

—যেহেতু স্ত্রীলোকেদের মন্ত্র দ্বারা জাতকর্মাদি সংস্কার হয়না, এজন্য উহাদের নির্মল অন্তঃকরণ হয়না এবং বেদ স্মৃতিতে অধিকার নাই, এজন্য উহারা ধর্মজ্ঞ হইতে পারে না এবং উহাদের কোন মন্ত্রে অধিকার নাই, এজন্য পাপ হইলে তাহা স্খলন করিতে পারে না; অতএব উহারা কেবল মিথ্যা অপদার্থ। (১৭) ইহার ফলে স্ত্রী শিক্ষা স্বভাবতঃই নিরুৎসাহিত হয়।

সূত্রের ন্যায় মনুও বলেন,

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তে স্থবিরে পুত্র। ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ ৯·১০১

স্ত্রীলোককে কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররক্ষা করিবে; স্ত্রীলোক কোন অবস্থায়ই স্বাধীনা থাকিবে না।

---

resulted in lowering the statres of women in purely legal matters."—Dr. B. A. Saletore, Social and political life in the vijoynagar kingdom, vol, ii, 15,

(১৭) মনুসংহিতা (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), ৫৬৮ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্রেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি। ৫ ১৪৭
স্ত্রীলোক বালিকা হউক, যুবতী হউক বা বৃদ্ধাই হউক, গৃহে কোন কার্যই স্বতন্ত্রা (ভর্তৃ প্রভৃতি হইতে) হইয়া করিতে পারিবে না।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণি গ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রাম্ ॥৫-১৪৮
স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার ও যৌবনে ভর্তার বশে থাকিবে; ভর্তা মরিয়া গেলে পুত্রের (পুত্র না থাকিলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বপিণ্ড না থাকিলে পিতৃপিণ্ড, তদভাবে রাজার) বশে থাকিবে; স্ত্রীলোক কখনও স্বাধীনতা ভোগ করিবে না।

পিত ভর্তা পুত্রৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ। ৫ ১৪৮
পিতা, স্বামী, পুত্র—ইহাদিগ হইতে স্ত্রীলোক কখনই বিচ্ছিন্ন হইবে না।

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্
পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে দিবানিশি অধীনে রাখিবে (৯—২)।

নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৫-১৫৫
স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; কেবল স্বামীর সেবা দ্বারাই তাহারা স্বর্গে গমন করে।

স্ত্রীর কর্তব্য:

স্বামী দুশ্চরিত্র, পরদারাসক্ত বা নির্গুণ হইলেও "উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ।" সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেবতার ন্যায় পতির সেবা করিবে (৫-১৫৪)।

পিতা যাহাকে কন্যা বা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যাহাকে ভগিনী দান করেন, ঐ স্ত্রী স্বামীর জীবিত কালে তাহার সেবা করিবে, মৃত্যুর পরেও অবহেলা করিবে না (৫—১৫১)।

স্বামী রুষ্ট হইলেও স্ত্রীলোক সর্বদা তুষ্ট থাকিবে, গৃহকার্যে দক্ষ হইবে, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহাত হইবে। ভর্তা অর্থ-সংগ্রহ ও ব্যয়, (দ্রব্যসামগ্রী) পরিষ্কার, ধর্মকার্য (সাধন), খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বাসনপত্রাদি দেখার ভার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিবে না (৯—১১)।

স্ত্রীর শাস্তি:

স্ত্রী, পুত্র, দাসদাসী ও সোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জু বা ...... দ্বারা তাড়না করিবে। ৮—২৯৯

স্ত্রী প্রমোদে মত্ত, পানাসক্ত বা রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা না করিলে স্বামী তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে বঞ্চিতা করিয়া তিন মাসের জন্য তাহার সাহচর্য ত্যাগ করিবেন। ৯—৭৮

পতিবিদ্বেষী স্ত্রী এক মাসের মধ্যে সংশোধিতা না হইলে স্বামী স্বদত্ত অলঙ্কারাদি লইয়া তাহার সংস্রব ত্যাগ করিবে। ৯ ৭৭ ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

॥ রমযানের সিয়াম সাধনা ॥

এই পাপ পঙ্কিলময় বিদগ্ধ ধরণীকে অজস্র করুণা ও রহমতের পীযূষ-ধারায় স্নাত ও শান্ত-শীতল করার ব্রত নিয়ে পবিত্র রমযান আবার এসে হাযির হয়েছে আমাদের কুটিরে কুটিরে। রমযানের এই রূহানী খুশী তাই শুধু গরীবদের পর্ণকুটিরেই নয়, বরং ধর্মপ্রাণ আমীরদের প্রাসাদ-পুরীতেও সমভাবে বিরাজমান।

উষার আরম্ভকাল থেকে নিয়ে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার, রমন ও অন্যান্য গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা রোযা। ইহা ইসলামের একটা প্রধানতম অংগ। হিজরীর দ্বিতীয় সালে আঁহযরত (দঃ) তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরীর মায়া কাটিয়ে মাদীনার পূণ্যভূমিতে যখন হিজরত করলেন, তার পরের বছরেই রমযানের রোযা ফরয হয়।

আঁহযরত (দঃ) তাঁর নবুওত ও রিসালাতের অমূল্য নেয়ামত এবং আল্লাহ পাকের শাশ্বত বাণী আল-কুরআনের ধারক, বাহক ও প্রচারক হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন এই পবিত্র রমযানের পুণ্যময় মাসে। তাইতো এর গুরুত্ব ও মর্য্যাদা হয়েছে এত বেশী। এই সেই পবিত্র রমযান মাস, যার এক মহিমান্বিত রজনীতে মানববৃন্দের পথ প্রদর্শক এবং সত্য-মিথ্যার মীমাংসাকারক আল-কুরআন নাযিল হয়েছিল আঁহযরতের (দঃ) সেই সুদীর্ঘ প্রানান্তকর সাধনাকে সার্থক ও সুন্দর করার জন্য, তথা দিশাহারা মানবতার চরম ও পরম কল্যাণ এবং মংগলের জন্য। এই সেই পবিত্র মাহে রমযান, যার মধ্যে প্রভুর প্রথম দান মানুষকে করেছে সুন্দর, সার্থক। দারুণ গ্রীষ্মের দারদাহনের শেষে স্নিগ্ধ বারি ধারার মত এরি মাঝে প্রথম নাযিল হয়েছে আল-কুরআনের মহাবাণী, গভীর অন্ধকারে শান্তি ও মুক্তির প্রথম জ্যোতিঃ বিভাস।

এই মহিয়সী রাত, যা আমাদের কাছে 'শাবেকদর' বা 'লাইলাতুল কদর' নামে পরিচিত, নেকী, কল্যাণ ও মর্য্যাদার দিক দিয়ে হাযার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এই মহাকল্যাণপ্রদ রজনীতে তাই উষার উদয়কাল পর্য্যন্ত ফেরেশতা মণ্ডলী স্বীয় প্রভুর নির্দেশমত সকল বিষয়ের জন্য বেহেশতের অনাবিল শান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হতে থাকেন এই মাটির পৃথিবীতে। (সূরা আল—কদর) এই জন্যই মাহে রমযানের এই 'লাইলাতুল কদর' বা গৌরবময় রাতের তমসাচ্ছন্ন মুহূর্ত, রজনীর সূচীভেদ্য তিমির জালকে ভেদ করে এই পবিত্র কুরআন পথহারা মানুষের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের সমুজ্জল সূর্য্যরূপে উদয় হয়েছিল বলেই তো রমযানের এতখানি কদর, এত গৌরব! আল্লাহ পাকও তাই পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়াকেই মাহে রমযানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রমযান নামের তাৎপর্য

রমযান শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝতে হলে সর্বপ্রথম এর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

'রময' ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। এর আভি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধানিক অর্থ কোন কিছুকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত বা ছারখার করে দেয়া। এ জগতে দুষ্কার্য্যের প্রতি মানুষের প্রবণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই এই পাপ-তাপ-পূর্ণ জড়জগতে বাস করে মানুষের মন গুনাহ্‌র আবেষ্টনী ও কলংক কালিমা থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য ও সাধনাসাপেক্ষ বটে। সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব পবিত্র মাহে রমযানের অনন্ত কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যমে। কারণ রমযানের আগমন উপলক্ষেই আল্লাহর অজস্র করুণাধারা ও রহমতের দুয়ার খুলে যায়, জাহান্নামের দুয়ার অর্গলাবদ্ধ হয় আর শয়তান মরদুদকে করা হয় শৃংখলাবদ্ধ। শুধু তাই নয়, জান্নাতের নন্দনকানন ও প্রাসাদপুরীকে রোযাদারদের জন্য অতি সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করা হয়। এমন কি সেই নন্দন কাননের মৃদুমন্দ শীতল বাতাস এই ধূলীর ধরণীতেও প্রবাহিত হ'তে শুরু করে। তখন বেহেশ্‌তের অপ্সরা-হুর গেলমানরা আল্লাহর কাছে এভাবে ফরিয়াদ জানায়ঃ "হে খোদা! এখন আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ টুটেছে, আমরা অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছি; তাই রোযাদারদের সাথে অতি শীঘ্রই আমাদের মিলনের সুযোগ দান করো যেন আমরা তাঁদের সাহচর্য্য লাভ করে এই তপ্ত প্রাণ ও চক্ষুকে শীতল করতে পারি।"

এই সমস্ত হাদীসের অমিয় বাণী সমূহ পাঠে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, সিয়ামের পবিত্র মাসকে 'রমযান' নামে অভিহিত করা অত্যন্ত সার্থক ও সুন্দর হ'য়েছে। কারণ এই মাহে রমযান রোযাদারদের পূর্বকৃত সকল গুণাহ ও পাপ-পংকীলতাকে ভস্মিভূত করে, ধুয়ে মুছে তাদেরকে পূতঃপবিত্র, শুদ্ধবুদ্ধ করে দেয়। এই ইন্দ্রিয় পরায়ণ জড়দেহকে সংকুচিত করে আত্মার বিকাশ-লাভ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথ প্রসারিত করে। ধৈর্য্য ও সবরের অনুপ্রেরণায় মানবমনকে উদ্বুদ্ধ করে। মনের পবিত্রতা, আত্মার শুদ্ধি, ব্যথিতের প্রতি দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ মানবচরিত্রে শামিল হয়। এই সমস্ত প্রশংসনীয় সদ্‌গুণরাজির মাধ্যমেই এই মাটির মানুষ তার স্রষ্টার নৈকট্য ও সন্তোষ হাসিল করতে সক্ষম হয়।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) আরও বলেনঃ সুস্থ সবল শরীর নিয়ে এই পবিত্র মাহে রমযানকে পেয়েও যে ব্যক্তি পাপমুক্ত হ'তে পারলো না, তার মত দুর্ভাগা দুরদৃষ্ট আর কেউ নেই।" তাই অনেকেই পবিত্র রমযানকে ময়লা-দূরীকরণ পদার্থ অর্থাৎ সাবান, সোডা বা পাউডার জাতীয় বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। এই জিনিষগুলো দিয়ে যেমন কাপড়-চোপড় ইত্যাদির ময়লা দূরীভূত করা যায়, মাহে রমযানের সিয়াম সাধনা দ্বারাও ঠিক তদ্রূপ সুদীর্ঘ এগারো মাসব্যাপী অন্তরের মধ্যে স্তূপীকৃত যাবতীয় ক্লেদ, গুনাহ, পাপ ও কলংক কালিমাকে বিদূরিত করে হৃদয়-মন-প্রাণকে বিশুদ্ধ বিধৌত করা সম্ভবপর হ'য়ে থাকে। মোটকথা প্রতি বছর ১১টি মাস ধ'রে আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সুষ্ঠু জীবনধারণের কী লক্ষ্য ও আদর্শ হ'তে পারে, তার উপযুক্ত ট্রেনিং ও শিক্ষা শুধুমাত্র এই একটি মাসের সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই আমরা নিতে পারি। সনাতন শিক্ষা ও উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতি বছরই ঘুরে ফিরে আকাশের উদারতা ও অনাবিল শান্তির পয়গাম নিয়ে আমাদের দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করে এই পবিত্র রমযানুল মুবারক। যেন আমাদের পারিবারিক সামাজিক তথা ব্যক্তিগত জীবনে আমরা জড়বাদীর অহমিকায় নিপতিত না হই—দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার

www.ahlehadeethbd.org

ঐশী বিধানকে পদদলিত করে এই সুন্দর বসুন্ধরাকে নরককুণ্ডে পরিণত না করি—সত্যের, ন্যায়ের, সুন্দরের ও নৈতিকতার সবক নিতে ও দিতে পারি। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এখন সওম তথা সিয়ামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

সিয়াম শব্দের উৎপত্তি সওম ধাতু থেকে। সওমের বহুবচন সিয়াম। আভিধানিক ভাবে মূলতঃ সর্বপ্রকার নিরোধ ও বিরতিকে সিয়াম বলা হয়, আর শরীয়াতের পরিভাষায় সিয়ামের আভিধানিক অর্থকে বলবৎ রেখে এর তাৎপর্য্যের মধ্যে আরও কতগুলো বিশিষ্ট ধরণের বিরতি ও নিরোধকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এইজন্যই لعلكم تتقون দ্বারা সূরা আল্‌-বাকারায় স্পষ্টাক্ষরে বলা হ'য়েছে যে, শুদ্ধাচারী হওয়া বা তাকওয়া হাসিল করার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে সিয়াম। অতএব ইসলামে শুধু পানাহার, অনাবশ্যক উচ্চ বাক্যালাপ, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, নিদ্রা, মৈথুন বিচরণ প্রভৃতির বিরতিকেই সিয়াম বলা চলে না। মনের সমস্ত ক্লেদ ও কলুষকে দূর করে আত্মশুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর রিযামান্দী ও নৈকট্য লাভ করাই হ'চ্ছে সিয়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিছক উপবাস কোনদিনই সিয়ামের প্রতিশব্দ হ'তে পারে না; তবে উপবাস বা বিরতি সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের একটা পন্থা বা উপায়মাত্র। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন :

رب صائم ليس له ...... الا الجوع

"দুনিয়াতে বহু লোক আছে যাদের সিয়ামসাধনা নিছক উপবাসেরই নামান্তর মাত্র।"

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়েৎ করেন :

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه (مشكوة المصابيح)

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা আচরণ ও মিথ্যা বাক্য প্রভৃতি বর্জন না করে, তার আহার বিহার ত্যাগ করাতে আল্লাহর কোনই আবশ্যক নেই।" কারণ তার রোযা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। এক কথায় প্রবৃত্তির আবেদন ও ভোগ-বিলাসকে পরিবর্জন করে সম্পূর্ণ সাত্বিক, সংযত ও অহিংস চিত্তে রোজার ব্রতকে উদযাপন করতে হবে। পাপ ও ভোগাসক্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভবপর নয়।

www.ahlehadeethbd.org

শাইখ আবদুর রহীম এম এ বি এল বি টি

তাসাওউফ ও তার পাক-ভারতীয় অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলিমদের মধ্যে মরমীবাদের প্রবেশের ইতিহাস—হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে আমীরুল্-মুমিনীন হারুনুর্ রশীদ প্রমুখ আব্বাসীয়া বাদশাহদের রাজত্বকালে মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শন আমদানী আরম্ভ হয়। প্রাচীন উন্নত এক সুসভ্য জাতির চিন্তাধারা হিসাবে ঐ দর্শনের প্রতি জ্ঞান পিয়াসী মুসলিম আলিম সমাজ স্বাভাবিক-ভাবেই আকৃষ্ট হন এবং ঐ দর্শনের ব্যাপক অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রীক ভাষা সকল মুসলিম আলিমের আয়ত্বে না থাকায় গ্রীক দর্শনকে সকলের পক্ষে সহজসাধ্য ও অনায়াসলভ্য করার উদ্দেশ্যে বহু মুসলিম আলিম গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হ'য়ে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রমুখ খ্যাতনামা গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ ক'রে ফেলেন। এমনি করে মুসলিম আলিমদের সকল স্তরে, ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগে এবং অপরাপর যাবতীয় ব্যাপারে গ্রীক দর্শন অনুপ্রবেশ লাভ করে। ফলে ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয় তত্ত্বের ও তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমালোচনা-পর্যালোচনা সবই গ্রীক দর্শনের আলোকে পরিচালিত হ'তে থাকে। গ্রীক দর্শনের সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলোকে অভ্রান্ত ও যথার্থ বলে গ্রহণ করা হয় এবং তারই ওপর ভিত্তি ক'রে ইসলামী সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ আবিষ্কার করার চেষ্টা চল্‌তে থাকে। গ্রীক দর্শনে যাঁরা পণ্ডিত হতেন তাঁদের অধিকাংশের আক্রমণ সাধারণভাবে ইসলামী শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন বিভাগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হ'লেও তাদের বিশেষ আক্রমণের মূল লক্ষ্য (Target) দাঁড়ায় ইসলামী আকায়িদের মূল সূত্রগুলো (Fundamantal tenets of Islam), বিশেষ ক'রে আল্লাহ এর ইসলাম ভিত্তিক তাওহীদ ও হযরৎ মুহাম্মদ সঃ-এর রিসালাৎ। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে আল্লাহ এর তাওহীদকে যেমন এক অভিনব বেশে রূপায়িত ও এক নূতন সাজে সজ্জিত করে ইসলামী তাওহীদকে একেবারে বানচাল করার ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি হযরত মুহাম্মাদ সঃ এর রিসালাৎকেও গ্রীক দর্শনের 'আকলুল কুল্ল' এর স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে শিরক্ এর এক নূতন অধ্যায় রচনা করা হয়। যে অধিবিদ্যাকে (Metaphysics) ইসলামী শাস্ত্রসমূহের চৌহদ্দী থেকে বাহিরে রাখার নির্দেশ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সঃ দিয়ে যান। গ্রীকদর্শনের সেই অধিবিদ্যাকে ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও দানগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো, কিন্তু তাঁর সত্তা সম্পর্কে কোন আলোচনা-গবেগণা করবে না"। তিনি আরো বলেন, "তোমরা প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ক'রতে পারো, কিন্তু আল্লাহ এর সত্তা (Essence) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত হবে না।" গ্রীকদর্শনের অধিবিদ্যার বাহিকরূপে মুগ্ধ হ'য়ে মোহাচ্ছন্ন দার্শনিক মুসলিম পণ্ডিতেরা রাসূলুল্লাহ সঃ-র এই সব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নির্দেশকে উপেক্ষা ক'রে আল্লাহ এর সত্তা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে অবশেষে তাতেই ম'জে যায়। তাই গ্রীক অধিবিদ্যার মাশ্শায়ী (Rationalist-যুক্তিবাদী), ও ইশ্রাকী (Intuitionist—অনুভূতিবাদী) এই দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদের অনুসারীদের অনুকরণে মুসলিম দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও যথাক্রমে 'মুতাকাল্লিমুন' ও 'সূফীয়া' এই দুই দলের উদ্ভব হয়। প্রথমোক্ত দলটি একমাত্র যুক্ত ও বিবেকের উপর ভিত্তি ক'রে ইসলামী আকায়িদকে নূতন ছাঁচে ঢেলে নূতন আকৃতি দান করেন এবং ওর নাম দেন 'ইল্মুল্‌কালাম' বা যুক্তিভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব (Scolastic Theology) আর দ্বিতীয় দলটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বকে অন্তরের আলোক ও অনুভূতির উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন তাঁদের 'তাসাওউফ' শাস্ত্র। তারপর, যুক্তিবাদী ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে 'মু'তাযিলাহ্', 'আশ্'আরীয়াহ্', 'মাতুরীদীয়াহ্', 'খারিজীয়াহ্', 'মুর্জিয়াহ' প্রভৃতি বহু মতবাদ গড়ে ওঠে। ঐ মতবাদগুলোর আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ব'লে এই মতবাদগুলি সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা করা হবে না। এখন কেবলমাত্র 'তাসাওউফ' সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এই নব আবিষ্কৃত তাসাওউফ শাস্ত্রে গ্রীক অধিবিদ্যার অনুকরণে সর্বপ্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা হয়। তারপর তার স্বাভাবিক পরিণতি হসেবে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয় আল্লাহ এর সত্তার তত্ত্বালোচনা। এমনি ক'রে শরী'অতে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় লেগে যায় পরবর্তী সুফী-সাধক নামধারী একদল দার্শনিক। তাসাওউফে আর একটি আপত্তিকর বিষয় স্থান লাভ করে। তা এই যে, তাসাওউফ রাজ্যে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির প্রবেশের কোন অধিকার নাই। যুক্তির দ্বার সেখানে রুদ্ধ। ঐ রাজ্যের সর্বময় কর্তা হচ্ছে 'ইশ্রাক' (Illumination) বা অন্তরের দীপন। অন্তর যা কিছুকে ভাল ব'লে গ্রহণ করে ঐ শাস্ত্রে তাই ভাল, আর অন্তর যা কিছুকে কবূল করে না তাই ঐ শাস্ত্রে মন্দ ব'লে গণ্য হয়। ঐ শাস্ত্রে অন্তরের মীমাংসার বিরুদ্ধে বিবেক-বুদ্ধির শত শত যুক্তিও অচল, অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ এর সত্তার তত্ত্বালোচনাও যেমন শরী'আৎ বিরোধী সেইরূপ বিবেক-বুদ্ধির যুক্তিকে অগ্রাহ্য করাও শারী'আৎ বিরোধী; এই কারণে তৎকালীন খাঁটি মুসলিম আলিমগণ ঐ নবরূপী তাসাওউফকে বরদাশত করতে পারেন নাই। ফলে, এই নব তাসাওউফের অনুসারীদের ও শারী'আতী আলিমদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। অবশেষে, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে শারী'আতী খ্যাতনামা আলিম সুফী সাধকপ্রবর ইমাম গাযালী (হিঃ ৪৫০—৫০৫) এই দুই দলের মধ্যে কিছুটা সমঝোতার ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন প্রচলিত তাসাওউফে শারী-আৎ বিরোধী যে সব ব্যাপার ঢুকে ছিল সে সবের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সেই সঙ্গে তাসাওউফে যে বিষয়গুলো শারী'আৎ সম্মত ছিল সে সবের অনুমোদনও তিনি করেন। তিনি আরো মীমাংসা দেন যে, কোনও ব্যাপারের যথার্থতা যেমন কেবলমাত্র অন্তরের অনুভূতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, তেমনি তা শুধু যুক্তি-তর্ক দ্বারাও যথার্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে না। কোন ব্যাপারের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য উভয়ই প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ যে বিষয়টি বুদ্ধি ও অনুভূতি উভয় দ্বারাই যথার্থ ব'লে প্রমাণিত ও গৃহীত হয় তাই হবে সুনিশ্চিত হক্ক্ ও যথার্থ সত্য। ইমাম

www.ahlehadeethbd.org

গাযালী শারী'আতী শাস্ত্রসমূহে যেমন সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন তেমনি তিনি দর্শনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁর জ্ঞানভিত্তিক মীমাংসা উভয় দলই কতকটা মেনে নেন এবং শারী'আতী আলিম ও সুফীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চ'লে আসছিল তার তীব্রতা বাহ্যতঃ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পায়। ইমাম গাযালীর এই আপোষ (প্রকৃতপক্ষে) মূলতঃ যুক্তি-ভিত্তিক ছিল ব'লে সূফীদের বিরুদ্ধে শারী'আতী আলিমদের অভিযান মৃদু ও শিথিল হ'তে থাকে; এমন কি বহু বড় বড় আলিম ইমাম গাযালীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে তাসাওউফের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হ'য়ে ওঠেন এবং পরিণামে তাঁদের অনেকে সূফীদের দলে ভিড়ে যান। পক্ষান্তরে, সূফীরা ইমাম গাযালীর মীমাংসা প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারেন নি; আর তাঁরা তাঁদের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা মানতেও পারেন না। কারণ সূফীদের চিন্তাধারার মূলভিত্তি কদাচ বুদ্ধি বিবেক বা যুক্তি-তর্ক নয়; তাঁদের সকল মীমাংসার মূলভিত্তি হচ্ছে অন্তরের দীপন (Illumination)। কাজেই তাঁরা ইমাম গাযালীর উল্লিখিত যুক্তিভিত্তিক মীমাংসা মানতে পারেন না এবং মানেনও নাই। ফলে, একদিকে শারী'আতী আলিমদের অধিকাংশেরই মৌন সমর্থনের কারণে জনসাধারণের মধ্যে সূফীদের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ইসলামী অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি অনুরাগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। তখন শারী'আতী আলিমগণ সম্ভবতঃ তাঁদের হৃত প্রভাব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এবং উল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধকল্পে তাঁদের আটুনি শক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং অনাবশ্যক অথবা সাধারণ ও সামান্য খুঁটিনাটি শারী'আতী অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি অযথা অস্বাভাবিক গুরুত্ব দানে প্রবৃত্ত হন। তাই প্রায়ই দেখা যায়, ইসলামী আইন প্রণেতা ফকীহগণ মুস্তাহাব ব্যাপারগুলো নি'য়ে 'চায়ের পেয়ালায়, প্রলয়ঙ্কর ঝড়-তুফান উত্থিত করতে হন্তদন্ত হ'য়ে লেগে যান। এর অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হ'চ্ছে। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে 'নীয়াৎ' এর মাস্আলা। নীয়াৎ এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হ'য়েছে। সলাৎ সওম, যাকাৎ প্রভৃতি বহু ইসলামী কাজে নীয়াতকে অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে। নীয়াৎ বিহনে ঐ কাজগুলো শারী'আতের নযরে সিদ্ধ হয় না। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, নীয়াৎ এর স্বরূপ কী? এর স্পষ্ট উত্তর এই যে, নীয়াৎ হ'চ্ছে মানসিক সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যের নাম। নিঃসন্দেহে নীয়াৎ হচ্ছে মনের কাজ। উক্তি বা বচনের সাথে নীয়াতের অবিচ্ছেদ্য কোনই সম্পর্ক নেই। তাই সূফীরা নীয়াতের জন্য কোন উক্তি বা বচনের প্রয়োজন মনে করেন না। এমন কি, ইমাম গাযালী এই বচন মাধ্যমে নীয়াৎকে প্রহসন বলে উল্লেখ করেন। ইমাম গাযালীর আলোচনা যুক্তিতর্কের দিক দিয়া একান্ত বাস্তব, যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। তদুপরি কুরআনে অথবা হাদীসে বচন মাধ্যমে নীয়াতের কোন আভাষ পর্যন্তও পাওয়া যায় না। কিন্তু তা হলে কী হয়! সূফীদের বিরোধিতা করে নিজেদের আধিপত্য তো কায়িম রাখতে হবে। তাই একদল তথাকথিত শারী'আতী আলিম এই অপ্রয়োজনীয় বাচনিক নীয়াৎ (এ যেন সোনার পাথর বাটি) এর গুরুত্ব বর্ণনায় এত মুখর হ'য়ে ওঠেন যে, এই অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারটিকে ফরয এর কাছাকাছি নিয়ে পৌঁছান। তারপর তাঁরা নীয়াতের সঙ্কল্পটিকে শুধু বচনে উঠিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং তাঁরা আবার ফতওয়া দেন যে, ঐ বচনটি আরবী ভাষাতে হ'তে হবে। ফলে, তাঁরা অপ্রয়োজনীয় 'নাওয়াইতু' ভিত্তিক অসংখ্য বচন রচনা ক'রে সেগুলো মুখস্থ করা প্রয়োজনীয় ঘোষণা ক'রে একটি

www.ahlehadeethbd.org

অপ্রয়োজনীয় বিরাট বোঝা সাধারণ মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এমনি ভাবে আপোষহীন শারী আতী ফকীহ ও বল্গাহীন সূফীদের যাঁতা-কলের দুই পাটের মাঝে প'ড়ে সমগ্র মুসলিম সমাজ নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। এই নিষ্পেষণ আজও সমানভাবে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। আল্লাহই জানেন কোথায় গিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আধুনিক তাসাওউফের মৌলিকতা ও প্রামাণিকতা—

আধুনিক তাসাওউফে এমন বহু বিশ্বাস, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি স্থান পেয়েছে যার সন্ধান কুর-আনেও পাওয়া যায় না, হাদীসেও পাওয়া যায় না। সে সম্পর্কে তাসাওউফপন্থীগণ কৈফিয়ৎ দেন যে তাসাওউফ হচ্ছে 'বাতেনী' ইলম আর কুরআন ও হাদীস হচ্ছে যাহেরী ইলম। কাজেই কুরআন ও হাদীসে ওসব থাকতে পারে না। এটা তাঁদের ধাপ্পাবাযী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাসাওউফের মূলে যে সব আয়াৎ ও হাদীস পেশ করা হয় তা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে যখন তাসাওউফের মূলনীতি রয়েছে তখন তাতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও নিশ্চয় থাকবে এবং আছেও বটে। তবে কুরআন হাদীস-বিরোধী ব্যাপারগুলো তাসাওউফে কী ভাবে প্রবেশ করলো তার কিছুটা আভাষ পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং পরে বিশদভাবে দেয়া হবে। যাই হোক আধুনিক তাসাওউফ পন্থীগণ দাবী করেন যে, ইসলামী আকায়িদ ও ইসলামী কার্যাবলীর বিধান-দাতা ও আদিগুরু যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সঃ, তেমনি আধুনিক তাসাওউফের মূল প্রবর্তক হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সঃ। তাঁরা আরো দাবী করেন যে, আল্লাহ তা'আলার কতক আস্ত বাণী রাসূলুল্লাহ সঃ হযরৎ জিবরীল মারফতে লাভ করেন আর কতক বাণী তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সরাসরি কারো মধ্যস্থতা ছাড়াই পান। প্রথ-মোক্ত বাণীগুলো তিনি সর্বসাধারণ মুসলিমদের নিকট পৌঁছে দেন কিন্তু শেষোক্তগুলি তিনি সাধারণ মুসলিমদের না জানিয়ে কেবলমাত্র হযরৎ আলীকে জানান। প্রথমোক্ত বাণীগুলোর বলে তিনি নবুওৎ পেয়ে 'নবী' পদের মর্যাদা লাভ করেন এবং শেষোক্ত বাণীগুলোর বলে তিনি 'বিলায়াৎ' পেয়ে 'অলী' পদের মর্যাদা লাভ করেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সঃ 'নবীও' বটেন, অলীও বটেন, তবে তাঁর এই দুই পদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে তাসাওউফপন্থীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় এবং তাঁদের কেও কেও 'অলী' পদকে 'নবী' পদের উর্ধে স্থান দেন। কিন্তু শারী'আতপন্থীগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, 'নবুওৎ' পদটি 'বিলায়াৎ' পদের উর্ধ; সর্বশ্রেষ্ঠ অলীও যে কোন নবীর তুলনায় নিকৃষ্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাসাওউফের মূলে যে শী'আ প্রভাবের উল্লেখ করেন তা একেবারে অমূলক নয়। তারপর, তাসাওউফপন্থীগণ বলেন যে, হযরৎ আলী থেকে মাত্র চার জন এই তাসাওউফ বিদ্যা লাভ করেন। তাঁরা হচ্ছেন তাঁর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন, হাসান বাসরী ও কুমাইল (কামিল নয়)।

বিভিন্ন তাসাওউফ পন্থী গুরু তাসাওউফের গুরুদের বিভিন্ন 'সিলসিলা' বর্ণনা করেন।

ঐ সিল্‌সিলাগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ

সাহাবী হযরৎ আলী ও সাহাবী হযরৎ আনাস এর শিষ্য

হাসান বাসরী। তাঁর দুই শিষ্য

ফারকাদ ও হাবিব আজমী ; হাবীবের শিষ্য

দাউদ তাঈ, তাঈ ও ফারকাদের শিষ্য

মা'রূফ কারখী

সারীঈ সাকাতী

জুনাইদ

এই সিল্‌সিলার প্রামাণিকতা ইবনুল জাওযী ও যাহাবী অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে, হযরৎ আলীর সহিত হাসান বাসারীর সাক্ষাৎ হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

মূল : এ, কে, ব্রোহী
অনুবাদ : এস, আঃ মান্নান

"মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমান ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দের কেবলমাত্র মনের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনেই যে ইসলামের প্রভাব এর কথা স্বীকৃত হইয়াছে তাই নয়। উপরোক্ত গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন "ইসলামীয় কৃষ্টির বুদ্ধিগ্রাহ্য দিকটি ইউরোপীয় অভ্যুত্থানের রসদ জোগাইয়াছে, তদুপরি উহা নৈতিক উন্নতি বিধায়নেও যথেষ্ট কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করিয়াছে। খৃষ্টীয় ইউরোপের দারুণ ধর্মোন্মাদনা ও অসহিষ্ণুতা লজ্জার চেয়ে তখন বেশী করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যখন উহা ইসলামী উদারতার সামনা-সামনি আসিয়া পড়িয়াছিল— যে উদারতা এমন সহিষ্ণুতার জন্ম দিয়াছিল যার ফলে ধর্মের বিভিন্নতার কারণে কোন অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া দিতে না পারে এই উদারতার কল্যাণেই ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল।.........এ সমস্তই অবশ্য ঐ সব ব্যক্তির মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যাঁহারা স্পেনে মুর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বর্ব্বর ইউরোপ যে এই দৃশ্যে অভিভূত হইয়াছিল, তাহা সে স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হয় না এবং স্পেনীয় নাইটগণ বীরত্ব ও সুউচ্চ মহত্বের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তার অনুকরণও অবশ্য সে করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কঠোর প্রকৃতির যোদ্ধা আল মনসুরের কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু শত্রুর নিপাত করিয়াছেন কিন্তু কাহাকেও অপমানিত করেন নাই। এই প্রকার মহত্ব ও মহান যোদ্ধার দ্বারা আচরিত ব্যবহার এই বিংশ শতাব্দীতেও ইংল্যাণ্ড অনুকরণ করিতে পারে। তাতে তার যথেষ্ট লাভ হবে। স্যালাদিন (সুলতান সালাহুদ্দিন) এর অসীম বীরত্ব ও মহত্ব গুণ্ডাপ্রকৃতির ক্রুসেডারগণের পক্ষে খুবই লজ্জাস্কর। ফলে নাইট সুলভ গুণাবলী ইউরোপে আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়; এবং বীরের মহান দায়িত্ব সম্বন্ধীয় একটা ঐতিহ্যেরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। আরবীয় ভাবধারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া নূতন রকমের কবিতা ও রোমান্সের আবির্ভাব ঘটে; আর মাত্র ঐ প্রকার কবিতা ও রোমান্সই লৌকিক সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং জনসাধারণেরও মনোরঞ্জন করিতে থাকে।

নারীর মর্য্যাদা ও মহত্ব সম্বন্ধীয় এক নূতন ভাবধারা মূরদের নিকট হইতেই ইউরোপে প্রবেশ করে; মুরদের নিকট নারী পুরুষের ন্যায় প্রজ্ঞার অনুশীলন জাতীয় আনন্দের সমান অধিকারিনী ছিলেন। ... ...কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে যে, যদিও ইহা আমাদের চিরকালীন ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু ইহাই সত্য যে, মুসলিম কালচারই মূলতঃ ইউরোপীয় জীবনে আচরিত নীতিমালা-গঠনে খুব গভীরভাবে রসসঞ্চার করিয়াছে এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধারণভাবেও নীতিশাস্ত্রকে মহত্ত্বে বিভূষিত করিয়াছে।" (দেখুন উপোরুল্লিখ পুস্তকের ৩০৭—৩০৯ পৃষ্ঠা।)

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে নারী সমাজের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, বর্তমান কালে মানুষ উহা ধারণাই করিতে পারিবেন না; এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইহাও ধারনা করা কঠিন যে, নারী জাতিকে সম্মান করা ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ইসলাম কি অবদান যোগাইয়াছে। কন্যাসন্তানরা গৃহে বর্দ্ধিত হউক ইহা দেখাই আরবদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। উহা তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদার পক্ষেও খুব হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহারা কন্যা সন্তানদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিত। ইসলাম এই জঘন্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। উত্তরাধিকারের আইনে কন্যা তার ভ্রাতার মত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার। এই ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ; কারণ ইংলণ্ডের মত সভ্যতাগর্বী দেশেও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিবাহিত স্ত্রীলোকদের পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত হইত না। ইসলাম যে নারীকে উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করিয়াছে তাই নয়; নারীকে এই অধিকারও দেওয়া হইয়াছে যে, সে স্বামীর অনিচ্ছা সত্বেও নিজে সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে; আর যদি তার সোপার্জিত সম্পতি তার স্বামী অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ঐ অজুহাতে সে স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছেদের অধিকার লাভ করিতে পারে। বিধবা হইলে সে তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্যতম অংশিদার হয়। কুরআনের বিভিন্ন সুরায় স্বামীকে তার স্ত্রীদের অধিকার স্বীকারের কথা বলা হইয়াছে। এখন হইতে ১৪ শতাব্দী পূর্বেই স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, সে ন্যায্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করিতে পারে। আর খৃষ্টীয় চার্চের বিধান হইতেছে যে, নারী কোন অবস্থায়ই বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী পেশ ও লাভ করিতে পারে না। বর্তমানে লৌকিক বিধানে অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যে প্রকারান্তরে কুরআনের জ্ঞানগর্ভ নীতির স্বীকৃতি তাহা বলাই বাহুল্য।

এমন এক সময় ছিল যখন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলা হইত, "পুরুষ হইতেছে বিধাতার; আর স্ত্রীলোক হইতেছে পুরুষের মাধ্যমে বিধাতার" (He for God and She for God in him)। কিন্তু ইসলাম আসিয়া স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথা ঘোষণা করিয়াছে এবং আরও ঘোষণা করিয়াছে যে, নারীও তাহার কাজের জন্য সরাসরি আল্লাহ তালার কাছে দায়ী। কুরআনে নারীকে এতটা সম্মানের আসন প্রদত্ত হইয়াছে যে, উহার ১টা সুবৃহৎ সুরার নামই হইয়াছে "সুরা নেছা" বা নারীর অধ্যায়; এবং নারীর স্বত্ব অধিকার ও মর্য্যাদার কথা বিশেষভাবে উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাক-ইসলামী যুগের নারী সমাজের অবস্থা হইতে ব্যবস্থা একেবারেই বিপরীত। এবং যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বর্তমান কালেও পৃথিবীর অন্য যে কোন সমাজের নারীর অবস্থা হইতে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গঠিত নারীর অবস্থা অনেক বেশী উন্নত। আমি বলিতে চাই যে, মানব সমাজের ইতিহাসে নারী-মুক্তির সংগ্রামে এই যে বিজয়লাভ, তাহার মূল উৎস প্রত্যক্ষভাবে কুরআনের শিক্ষারই ফল।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

সমাজ ও জাতির ধ্বংসের কারণ

সমাজ ও জাতি ধ্বংস হয় কখন? আল্লাহ তা'আলা সূরাহ বানী ইসরাঈল এর ১৬তম আয়াতে বলেন "আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন আমরা সেখানকার আরাম-আয়েশে জীবনযাপনকারীদের নির্দেশ দেই যাহার ফলে তাহারা সেখানে দুর্নীতিমূলক কাজ করিতে থাকে। তখন ঐ জনপদবাসীদের উপর (শাস্তি) বাণী অবধারিত হয়। অনন্তর আমরা তাহাদেরে আচ্ছা করিয়া নির্মূল করিয়া ফেলি।" ইহার ইংরাজী অনুবাদ মুহম্মদ পিকথল হইতে নিম্নে উধৃত হইতেছে:

Surat xvii : 16—And when we would destroy a township we send commandment to its folk who live at ease, and afterward they commit abomination therein, and so the word (of doom) hath effect for it, and we annihilate it with complete annihilaiian :

আল্লার এই কালাম হইতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, নেতা-মাতব্বর, ধনী-ঐশ্বর্যশালী প্রভৃতি সমাজের কর্তা ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালনে শৈথিল্য করেন, খাহেশে নাফসানীর গোলাম হইয়া চলেন এবং দুর্নীতিপরায়ণ হন, তখনই সমাজ ও জাতির ধ্বংস অনিবার্য। কাজেই কর্তা ব্যক্তিদেরে তাঁহাদের কর্তব্য পালন সম্পর্কে সবিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে। তাহাদিগকে তাহাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার একটি হাদীসে। হাদীসটি এই:

١ ـ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ـ الحديث •

একটি দীর্ঘ হাদীসের এইটা প্রথম অংশ। হাদীসটি সাহীহ বুখারীর ১২২, ৩২৪, ৩৪৭, ৩৮৪, ৭৭৯, ৭৮৩ ও ১০৫৭ পৃষ্ঠায় এবং সাহীহ মুসলিম ২।১২২ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর যবানী বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তা ব্যক্তিদের তথা যাবতীয় ক্ষমতাপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, হে মুসলিমগণ, তোমাদের প্রত্যেকের উপর কোন না কোন বিষয় তত্ত্বাবধান করার কর্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে আর তোমাদের কে, কতখানি, কি ভাবে তাহার ঐ কর্তব্য আনজাম দেয় তাহার জবাবদিহি তোমাদের প্রত্যেককেই দিতে হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অসাল্লাম কয়েক প্রকার লোকের কর্তৃত্ব ও কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি বলেন, (এক) সর্বসাধারণের ইমাম পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকিবেন তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদের সম্পর্কে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার প্রজাদের প্রতি শারী'আতের বিধান অনুযায়ী কাজ করিয়াছিলেন কি না তাহার কৈফিয়ত তাহাকে দিতে হইবে। (দুই) যে ব্যক্তির উপর তাহার পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধান করার ভার অর্পিত থাকে তাহাকে তাহার অধীনস্থ লোকদের অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের ও চাকরবাকরদের ব্যাপারে জবাবদিহি করিতে হইবে। অর্থাৎ সে তাহাদিগকে ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী চালাইয়াছে কি না উহার কৈফিয়ত তাহাকে দিতে হইবে। (তিন) যে গৃহিণী উপর তাহার স্বামীর বাড়ীঘর ও সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধানের ভার থাকে তাহাকে সেইসব ব্যাপারে জবাবদিহি করিতে হইবে। এমন কি (চার) গোলাম বা দাসের উপর তাহার মনিবের ধনসম্পদ তত্ত্বাবধানের ভার থাকে তাহাকেও ঐ ব্যাপারে আল্লার দরবারে হিসাব দিতে হইবে।

এই কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আবার বলেন, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকের উপর কোন না কোন বিষয় তত্ত্বাবধান করার ভার দেওয়া হইয়াছে, আর তোমাদের প্রত্যেককে তার সেই কর্তব্য পালন সম্পর্কে জবাবদিহি করিতে হইবে। এই পুনরুক্তির তাৎপর্য এই যে, কেহ যেন মনে না করে যে, কেবলমাত্র উল্লিখিত চার প্রকার লোককেই তাহাদের কর্তব্য পালন সম্পর্কে আল্লার দরবারে হিসাব দিতে হইবে বরং ঐ চারি প্রকার লোকের কথা কেবলমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়। বস্তুতঃ, যাহাকেই যে বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয় সেই তাহা পালন করার জন্য দায়ী এবং তাহাকেই সে সম্পর্কে আল্লার দরবারে জবাব দিতেই হবে। যে শিক্ষককে নির্দিষ্ট ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া যায় তাঁহাকে তাঁহার ঐ কর্তব্য পালন ব্যাপারে জবাবদিহি করিতে হইবে। শিক্ষকের কর্তব্য যথারীতি ও যথাসম্ভব পালন ব্যাপারে শৈথিল্য, উদাসীনতা বা অবহেলা করিয়া মানুষের দরবারে উহা হইতে রেহাই পাইলেও আল্লার বিচারে রেহাই পাওয়া যাইবে না। সেখানে তাহাকে কড়াক্রান্তির হিসাব দিতে হইবে। সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহে যাহাকে যে বিষয়ের ভার দেওয়া রহিয়াছে তিনি তাহার কর্তব্য যথারীতি ও যথাসম্ভব পালন না করিলে তাহাকেও উহার জন্য আল্লার দরবারে অপরাধী হইতে হইবে।

কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব চেতনার অভাব

কাজেই কোন কাজের ভার গ্রহণের পূর্বেই প্রত্যেককে বুঝিয়া লইতে হইবে— তাহার কর্তব্য কি আর দায়িত্বইবা কতখানি এবং সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষমতা তাহার কতদূর আছে। যে কাজের যোগ্যতা যাহার মধ্যে নাই সে ব্যক্তি ঐ কাজের ভার গ্রহণ করিয়া দুনয়াতে চালবাযী করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও আখিরাতে আল্লার দরবারে সে তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং তাহাকে সে জন্য অবশ্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় মানুষ স্বভাবতঃ হালূ (هلوع) বা যারপর নাই লোভী। আবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা কতখানি তাহা সে বিচার-পরিমাপ না

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াই—এমন কি যে কর্তব্য পালনে সে নিজের অক্ষমতা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে সেই কর্তব্য গ্রহণ করারও দুঃসাহস সে করিয়া বসে। এই দুঃসাহসের পশ্চাতে থাকে কেবল টাকা পয়সা ও পার্থিব মান-সম্ভ্রম লাভের আকাংখা। আখিরাতের কথা সে এক মুহূর্তও চিন্তা করে না।

ধনলোভ ও পদ লালসা

আজ সারা পাকিস্তান—নেহায়েৎ অল্প সংখ্যক লোক বাদে—দুনয়া দুনয়া করিয়া পাগল। প্রায় সকলেই পদ-মর্যাদা লাভের জন্য আকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহারা আখিরাতের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আগুনের দিকে পতংগের ধাবিত হবার মত সকলে সমানে দুনয়ার ধনসম্পদ ও মান-সম্ভ্রমের আগুনে পুড়িবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এক মুহূর্তও বিরাম নাই। যে দিকেই তাকাই, দেখি শুধু পদমর্যাদা ও টাকার পিছনে দৌড়। ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম কোন বাছ বিচার নাই। চাই পদ, চাই মর্যাদা। আখির এই ভাব কেন হইল? এর মূল কোথায়?

রোগ ও উহার নিদান

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, আমাদের মধ্যে ইসলামের প্রাণ নাই। তাই ইসলামের যে শরীর আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি তাহা পচিয়া গলিয়া পুতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে পাকিস্তানে দুই প্রকরণের সমাজ বর্তমান। একটি হইতেছে মওলভী, মাওলানা ও তাঁহাদের অনুসারী সমাজ এবং অপরটি হইতেছে উকীল-ব্যারিষ্টার, অফিসার প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত ও তাঁহাদের অনুসারী সমাজ। উভয় সমাজই নিজ নিজ নীতি পরিত্যাগ করিয়া যে কাজের যোগ্যতা তাঁহাদের নাই, সেই কাজের কর্তব্য-ভার গ্রহণ করিয়া পাকিস্তানকে বিড়ম্বনায় ও দুর্নীতিতে ভরিয়া তুলিতেছেন। ইহার গোড়ার কথা হইতেছে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত ইসলামী বিধানের মূল্য-বোধের অভাব। প্রথম দলটির অনেকেরই ঐ মূল্যবোধ-জ্ঞান থাকিলেও, উপলব্ধির অভাব রহিয়াছে। তাই তাঁহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ও খাহেশে নাফসানীর তাড়নায় বিভ্রান্ত হইয়া কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া পদমর্যাদা লাভের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন আর অপর দলটি—First desrve and then desire 'প্রথমে উপযুক্ত হও, তারপর আকাংখা কর' এই মূলনীতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া ঐ একই খাহিশে নাফসানীর তাড়নায় ঐ পানে ছুটিয়া চলিয়াছেন। ফলে, সারা পাকিস্তানের পারিবারিক, সামাজিক, চারিত্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—এক কথায় প্রতিটি 'ইক' এর প্রতিটি দিক ফিতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সবের প্রতিবিধান করিবার জন্য সকল রকম দেশী বিদেশী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে এবং বিদেশী প্রশাসন ব্যবস্থাগুলির অনুকরণ করা হইতেছে—ইসলামের মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া। কিন্তু এতসব করিয়াও ফিতনা-ফাসাদ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। তবুও ইসলামী ব্যবস্থার নাম লওয়া হয় না। আর যদিই বা স্থান বিশেষে লওয়া হয়, তাহা ঐ খাহেশে নাফসানীকে চরিতার্থ করার জন্যই।

প্রতিকারের উপায়

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসমতে চলিবার ও চালাইবার জন্য যদি প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে আল্লার হুকমে ফিতনা-ফাসাদের স্রোত বন্ধ হইতে বাধ্য। প্রত্যেক বাড়ীর কর্তা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যদি পরিবারের সকলকে ইসলামী বিধিনিষেধ মত চালাইবার চেষ্টা করেন; গৃহকর্ত্রী যদি ছোট ছোট সন্তানদেরে ইসলামী আদর্শে গড়িয়া তোলার জন্য যথাসাধ্য যত্ন গ্রহণ করেন; শ্রমিক মজুর ও নিম্নতন কর্মচারীগণ যদি নিরলস ভাবে তাহাদের কাজ করিয়া যান; মিল-মালিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তারা যদি তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দেন, সর্বোপরি শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত কর্তা ব্যক্তিগণ যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ সততা, ন্যায়-পরতা ও আন্তরিকতা সহকারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন এবং আইনের সামনে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচের মধ্যে কোন প্রভেদ না করেন তাহা হইলে ফিতনা-ফাসাদ, অশান্তি, বিশৃংখলা প্রভৃতি তিরোহিত না হইয়া পারে না। ফিত্‌না-ফাসাদ বন্ধ করার অন্যতম উপায় হইতেছে আইনের বিধান সমভাবে জারী থাকা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর আর একটি হাদীস পেশ করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, বানূ মাখযুম গোত্রের এক ভদ্র ঘরের একজন মহিলা চুরি করা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। ফলে তাহার হাত কাটিবার হুকম হয়। তাহার এই শাস্তি-মাফের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর দরবারে সুপারিশ পেশ করা হইলে তিনি বলেন, আল্লার নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ! তারপর দাড়াইয়া ভাষণ দেন এবং ঐ ভাষণে বলেন, পূর্বের লোকেরা এইরূপ করিয়াই ধ্বংস হয়। তাহারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি শাস্তির বিধান চালাইত আর ভদ্র শ্রেণীর লোককে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিত। যাঁহার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম। মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করিত তাহাহইলে মুহাম্মাদ তাহারও হাত কাটিয়া ছাড়িত। বুখারী ৪৯৪, ৫২৮, ৬১৬ ও ১০০৩।

আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে চলিবার ও চালাইবার তওফীক প্রদান করুন!

—শাইখ আবদুর রহীম

জ্ঞাতব্য: অধ্যাপক মওলানা শাইখ আবদুর রহীম সাহেব দীর্ঘদিন তর্জুমানুল-হাদীসের সম্পাদক রূপে কাজ করিয়াছেন। নানা অসুবিধায় তিনি কিছুদিন উক্ত দায়িত্ব পালনে অব্যাহতি নিয়াছিলেন। আল্লার ফযলে আগামী সংখ্যা হইতে তিনি পুনঃ তর্জুমানের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান, সেক্রেটারী, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখায় দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org